রেজিষ্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, সেপ্টেম্বর ২৫, ১৯৯৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয়

শাখা-১০

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ৮ই আশ্বিন, ১৪০২/২৩শে সেপ্টেম্বর, ১৯৯৫

এস, আর, ও নং ১৬১- আইন/৯৫শা-১০/রায়-৩/৯৫—Industrial Relations Ordinance, 1969 (XXIII of 1969) এর section 37(2) এর বিধান মোতাবেক সরকারী দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা এর নিম্নবর্ণিত মামলাসমূহের রায় ও সিদ্ধান্ত এতদ্বারা প্রকাশ করিল, যথা ঃ—

ক্রমিক নং	মামলার নাম	মামলার নম্বর
১।	অভিযোগ মোকদ্দমা	১৫৬/১৯৯১
২।	অভিযোগ মামলা নং	১১১/১৯৯২
৩।	আই, আর, ও, মামলা নং	১১৪/১৯৯২
৪।	আই, আর, ও, মামলা নং	৪৫/১৯৯২
৫।	অভিযোগ মামলা নং	৩৭/১৯৯২
৬।	অভিযোগ মামলা নং	৩৬/১৯৯৩
৭।	আই, আর, ও, মামলা নং	৩৪/১৯৯৩
৮।	আই, আর, ও মামলা নং	৩/১৯৯৫

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ নূরুল ইসলাম
উপ-সচিব (শ্রম)।

মূল্য ঃ টাকা ৮.০০

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত,

শ্রম ভবন (৭ম তলা),

৪নং রাজউক এভিনিউ, ঢাকা।

অভিযোগ মোকদ্দমা নং ১৫৬/১৯৯১

মোঃ জালাল উদ্দিন শেখ,
পিতা আমীর আলী শেখ,
পোঃ ও ডাকঘরঃ খানখানাপুর,
উপজেলাঃ রাজবাড়ী, জিলাঃ রাজবাড়ী—প্রথম পক্ষ।

বনাম

মোল্লা গোয়ালন্দ টেক্সটাইল মিলস লিমিটেড,
পক্ষে উহার ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
আহাদীপুর, খানখানাপুর, জিলাঃ রাজবাড়ী।
ও
শরীভিলা, ৮৭, পুরানা পল্টন লেন, ঢাকা—দ্বিতীয় পক্ষ।

উপস্থিতঃ আবদুর রব মিয়া (জেলা ও দায়রা জজ), চেয়ারম্যান।
জনাব আনোয়ারুল আফজল, সদস্য (মালিক পক্ষ)।
জনাব মামুনুর রশিদ চৌধুরী, সদস্য (শ্রমিক পক্ষ)।

রায়ের তারিখঃ ১৬-৪-৯৫

রায়

ইহা ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫(খ) ধারার একটি মোকদ্দমা।

সংক্ষেপে প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা এই যে, প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষের অধীন একজন স্থায়ী শ্রমিক হিসাবে ১৯৭৮ সন হইতে নিষ্ঠার সহিত কাজ করিয়া আসিতেছিলেন। তাহার সর্বশেষ মাসিক মজুরী ছিল ২২০০ টাকা। প্রথম পক্ষ চাকুরীতে যোগদানের পর হইতে গোয়ালন্দ টেক্সটাইল মিলস শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের কার্যকলাপের সহিত জড়িয়ে পড়েন এবং ১৯৮০ সনে তিনি সমাজ কল্যাণ সম্পাদক পদে নির্বাচিত হন। তিনি একই পদে পর পর তিনবার নির্বাচিত হইয়া ১৯৮৮ সনের নির্বাচনের পূর্ব পর্যন্ত উক্ত পদে বহাল থাকেন। ১৯৮৮ সনে তিনি উপরোক্ত ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। সাধারণ সম্পাদক হিসাবে দাবী-দাওয়া আদায়ের জন্য প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষের সহিত বিভিন্ন সময় দেন দরবার করেন এবং সেই কারণে দ্বিতীয় পক্ষ প্রথম পক্ষকে সুনজরে দেখেন নাই। প্রথম পক্ষ ১৯৯১ সনের নির্বাচনে সাধারণ সম্পাদক পদে সামান্য ভোটের ব্যবধানে পরাজিত হন। প্রথম পক্ষ যাহাতে ভবিষ্যতে আর ইউনিয়নের কর্মকর্তা নির্বাচিত হইতে না পারে সেই জন্য তাহাকে ঢাকা অফিসে বদলীর আদেশ প্রদান করা হয়। উক্ত বদলীর আদেশ পাওয়ার পর প্রথম পক্ষ ইং ১৩-৫-৯১ তারিখ ৭ (সাত) দিনের ট্রানজিট লিভের আবেদন করেন এবং ইং ২১-৫-৯১ তারিখ তিনি অসুস্থ হইয়া পড়েন। প্রথম পক্ষ ২৬-৫-৯১ তারিখ ডাক্তারী সনদপত্রসহ ছুটির আবেদন করেন। ডাক্তারী প্রতিবেদনে প্রথম

পক্ষকে ২০ দিনের বেড রেষ্টে থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়। প্রথম পক্ষ অসুস্থ অবস্থায় ইং ১৩-৬-৯১ তারিখের বদলীর আদেশ প্রত্যাহারের আবেদন করেন। প্রথম পক্ষের চিকিৎসক ইং ১৬-৬-৯১ তারিখ তাহাকে দুই সপ্তাহের বিশ্রামের পরামর্শ প্রদান করিলে তিনি ইং ১৬-৬-৯১ তারিখ ডাক্তারী সনদপত্রসহ ছুটির আবেদন করেন। ইং ১-৭-৯১ তারিখের পত্র দ্বারা দ্বিতীয় পক্ষ প্রথম পক্ষকে কর্তব্য কাজে উদাসীন ও খামখেয়ালী করার জন্য কারণ দর্শাইতে বলেন। প্রথম পক্ষ ইং ২-৭-৯১ তারিখ উক্ত কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন। কিন্তু দ্বিতীয় পক্ষ ইং ২০-৯-৯১ তারিখের পত্র দ্বারা প্রথম পক্ষকে তদন্ত কমিটির নিকট হাজির হওয়ার নির্দেশ দেন। ইং ২০-৯-৯১ তারিখ প্রথম পক্ষ অসুস্থতার কারণে তদন্তে হাজির হইতে না পারার কারণে একটি দরখাস্ত প্রেরণ করেন। কিন্তু প্রথম পক্ষের আবেদন-নিবেদনের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া দ্বিতীয় পক্ষ ইং ১০-১০-৯১ তারিখের পত্র দ্বারা প্রথম পক্ষের নিকট দুইটি চেক প্রেরণ করেন। প্রথম পক্ষ প্রথমে জানিতে পারেন যে, তাহাকে চাকুরী হইতে অন্যায়ভাবে পদচ্যুত করা হইয়াছে। প্রথম পক্ষের প্রতি এই পদচ্যুতির আদেশ মূলতঃ ইউনিয়নের তৎপরতা বন্ধের জন্য পদচ্যুতির ছদ্মাবরণে বরখাস্তের সামিল। প্রথম পক্ষকে পদচ্যুতির করার পূর্বে কোন বৈধ তদন্ত হয়নি এবং তাহাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের কোন সুযোগ প্রদান করা হয়নি। ইং ১০-১০-৯১ তারিখ পদচ্যুতির বিষয় জানিতে পারিয়া প্রথম পক্ষ ইং ২০-১০-৯১ তারিখ রেজিষ্ট্রী ডাকযোগে অনুযোগপত্র প্রেরণ করেন। কিন্তু দ্বিতীয় পক্ষ প্রথম পক্ষের অনুযোগ পূরণ করেন নাই। তাই পূর্ণ বকেয়া মজুরী ও ভাতাদিসহ চাকুরীতে পুনর্বহালের প্রার্থনা করিয়া প্রথম পক্ষ এই মোকদ্দমা দায়ের করেন।

প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা অস্বীকার করিয়া লিখিত বর্ণনা দাখিলে দ্বিতীয় পক্ষ এই মোকদ্দমার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

সংক্ষেপে দ্বিতীয় পক্ষের মোকদ্দমা এই যে, প্রথম পক্ষের দায়েরকৃত এই মোকদ্দমাটি আইনতঃ চলিতে পারে না এবং তামাদি দোষে বারিত। দ্বিতীয় পক্ষ প্রতিষ্ঠানের বৃহত্তর স্বার্থে ইং ১৩-৫-৯১ তারিখের পত্র দ্বারা প্রথম পক্ষকে ঢাকা দপ্তরে বদলী করা হয়। প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষের আদেশ অমান্য করার নিমিত্তে নানা প্রকার তালবাহানা শুরু করেন এবং অসুস্থতার দোহাই দিয়ে ছুটির আবেদন করেন। বদলীর ৩৬ দিন পরে অর্থাৎ ইং ১৯-৬-৯১ তারিখ বেলা ২½ (আড়াই) ঘটিকার সময় প্রথম পক্ষকে দ্বিতীয় পক্ষ প্রতিষ্ঠানের ডাক্তারের নিকট হাজির হইতে নির্দেশ প্রদান করা হয় শারিরীক পরীক্ষার জন্য। প্রথম পক্ষের বাড়ী দ্বিতীয় পক্ষ মিল হইতে মাত্র ১½ (দেড়) কিঃ মিটার দূরে হইলেও মিলের ডাক্তারের নিকট উপস্থিত না হইয়া প্রথম পক্ষ তাহার বাড়ী হইতে ১২ কিঃ মিটার দূরে রাজবাড়ী সদর হাসপাতালে ডাক্তারের নিকট যান ডাক্তারী প্রতিবেদন নিবার জন্য। প্রথম পক্ষকে নির্দেশ প্রদান করা সত্বেও তিনি মিলের ডাক্তারের নিকট আসেননি। প্রথম পক্ষ ইং ১৬-৬-৯১ তারিখ শারিরীক অসুস্থতার কারণে বদলীর আদেশ রদ করার জন্য আবেদন করিলেও আবেদন পত্রের সহিত কোন ডাক্তারী প্রতিবেদন ছিল না। যদিও আবেদন পত্রে দুইজন উচ্চতর পর্যায়ের রাজনৈতিক নেতার সুপারিশ ছিল। প্রথম পক্ষকে নির্দেশ প্রদান করা সত্বেও তিনি বদলীকৃতস্থানে ইচ্ছাকৃতভাবে যোগদান না করায় ইং ১-৭-৯২ তারিখ তাহাকে কৈফিয়ত তলব করা হয়। কিন্তু প্রথম পক্ষ উক্ত কৈফিয়ত তলবের কোন জবাব দেন নাই। তবুও দয়া পরবশ হইয়া দ্বিতীয় পক্ষ ইং ২৭-৭-৯১ তারিখের পত্রের মাধ্যমে প্রথম পক্ষকে বদলীকৃত স্থানে কাজে যোগদানের জন্য লিখিত নির্দেশ প্রদান করেন। উক্ত পত্রে উল্লেখ করা হয় যে, ইং ২৭-৭-৯১ তারিখের মধ্যে প্রথম পক্ষ কাজে যোগদান না করিলে উক্ত তারিখ হইতে তাহাকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য করা হইবে। কিন্তু প্রথম পক্ষ কোনরূপে যোগাযোগ না করার কারণে ইং ১৪-৮-৯১ তারিখ প্রথম পক্ষকে অভিযোগপত্র প্রদান করিয়া ৪ (চার) দিনের মধ্যে লিখিত জবাব দাখিল করার নির্দেশ দেওয়া হয়। পরবর্তীতে দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক ইং ২৭-৮-৯১ তারিখে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করিয়া ইং ৪-৯-৯১

তারিখ প্রথম পক্ষকে তদন্ত কমিটির নিকট হাজির হইতে নির্দেশ দেওয়া হয়। প্রথম পক্ষ অভিযোগপত্র গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়া তদন্ত কমিটির সম্মুখে হাজির হন নাই। আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ প্রদানের জন্য পুনরায় ইং ২৩-৯-৯১ তারিখ প্রথম পক্ষকে তদন্ত কমিটির নিকট হাজির হইতে বলা হয়। কিন্তু তিনি হাজির হন নাই। তাই একতরফা তদন্তে প্রথম পক্ষকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া ইং ২৩-৯-৯১ তারিখের পত্র দ্বারা তাহাকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হয় এবং প্রথম পক্ষের আইনগত সমুদয় পাওনা রেজিস্ট্রী ডাকযোগে তাহার নিকট প্রেরণ করা হয়। প্রথম পক্ষের প্রেরিত অনুযোগ পত্রে বিবেচনা করার মত কোন কিছু না থাকায় উহা বিবেচনা করা হয় নাই। এমতাবস্থায় প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা ডিসমিস যোগ্য।

বিচার্য বিষয়ঃ

(১) মোকদ্দমাটি বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলিতে পারে কি ?

(২) প্রথম পক্ষ তাহার প্রার্থনা মতে বা অন্য কোন প্রতিকার পাইতে পারেন কি ?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত

বিচার্য বিষয়ঃ ১ ও ২ঃ

আলোচনার সুবিধার্থে বিচার্য বিষয় দুইটি একত্রে লওয়া হইল। স্বীকৃত মতে প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষের অধীনে ১৯৭৮ সন হইতে চাকুরী করিয়া আসিতেছেন। ইহাও স্বীকৃত যে, প্রথম পক্ষ পূর্বে গোয়ালন্দ টেক্সটাইল মিলস শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের কর্মকর্তা থাকিলে ও তাহাকে ঢাকা অফিসে বদলী করার সময় তিনি ইউনিয়নের কোন কর্মকর্তা ছিলেন না। প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা অনুযায়ী তিনি ইউনিয়নের নির্বাচনে সামান্য ভোটের ব্যবধানে সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচিত হইতে না পারায় নতুন কর্মকর্তাদের যোগসাজসে তাহাকে ঢাকা অফিসে বদলী করা হইয়াছে যাহাতে তিনি ভবিষ্যতে আর ইউনিয়নের কর্মকর্তা পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে না পারে। প্রথম পক্ষের আরও অভিযোগ যে, তাহার বিরুদ্ধে প্রকৃতপক্ষে কোন তদন্ত হয় নাই এবং তাহাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের কোন সুযোগ প্রদান না করিয়া তাহার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ আনয়ন করতঃ

অপর দিকে দ্বিতীয় পক্ষের মোকদ্দমা অনুযায়ী প্রথম পক্ষকে মেলের স্বার্থে ঢাকা অফিসে বদলী করা হইয়াছে এবং তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে কর্তৃপক্ষের আদেশ বার বার অমান্য করায় তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করিয়া আইনানুযায়ী নিরপেক্ষ তদন্ত পূর্বক তাহাকে চাকুরী হইতে পদচ্যুত করা হইয়াছে।

উভয় পক্ষ নিজ নিজ মোকদ্দমার স্বপক্ষে একজন করিয়া স্বাক্ষী পরীক্ষা করিয়াছেন। প্রথম পক্ষের ১ নম্বর স্বাক্ষী হিসাবে তিনি নিজে এই মোকদ্দমায় জবানবন্দি করেন। তিনি তাহার জবানবন্দিতে নিজ মোকদ্দমার বর্ণনা দেন এবং তাহার দাখিলী কাগজ পত্র প্রদর্শনী ১—১৩ সিরিজ প্রমাণ করেন। জেরার সময় তিনি স্বীকার করেন যে, তাহাকে বদলী করার সময় তিনি নির্বাচিত কোন কর্মকর্তা ছিলেন না এবং তাহার চাকুরী বদলীর চাকুরী। তিনি আরও স্বীকার করে যে, ট্রানজিট লিভ কাটানোর পরে তিনি অসুস্থ হইয়া পড়েন এবং মিলের ডাক্তারের কাছে তাহাকে হাজির হওয়ার জন্য যে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল উহা তিনি পাইয়াছেন।

দ্বিতীয় পক্ষের একমাত্র সাক্ষী হিসাবে জি. এম. মুনছুর খান, সহকারী কোয়ালিটি কন্ট্রোল অফিসার দ্বিতীয় পক্ষে জবানবন্দি করেন। তিনি তাহার জবানবন্দিতে দ্বিতীয় পক্ষের মোকদ্দমার বর্ণনা দেন এবং দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক দাখিলী কাগজপত্র, দর্শনী-ক-চ(১) সিরিজ প্রমাণ করেন। জেরার সময় তিনি এমন কোন কিছু স্বীকার করেন নাই যাহাতে প্রমাণিত হয় যে, তিনি মিথ্যা জবানবন্দি করিয়াছেন।

যুক্তিতর্ককালীন সময়ে প্রথম পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবী বক্তব্য রাখেন যে, দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক দাখিলী পোষ্টাল রশিদ এবং রেজিস্ট্রী চিঠিগুলি জাল এবং উহা এই মোকদ্দমার স্বার্থে পোষ্টাল বিভাগের সহিত যোগসাজসে তৈরী করা হইয়াছে। তিনি আরও বক্তব্য রাখেন যে, ডিসমিসের আদেশ প্রথম পক্ষের নিকট প্রেরণ করা হয় নাই। কিন্তু পদচ্যুতির আদেশ, প্রদর্শনী-এ এবং উহার প্রেরণের রেজিস্ট্রীকৃত পোষ্টাল খাম, প্রদর্শনী-এ(১) হইতে দেখা যায় যে, উক্ত পোষ্টাল খামের দ্বারা রেজিস্ট্রী ডাকযোগে প্রথম পক্ষের নিকট উহা প্রেরণ করা হয় এবং তিনি ইং ২৪-৯-৯১ তারিখ উহা রাখিতে অস্বীকার করেন।

অপরদিকে দ্বিতীয় পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবী বক্তব্য রাখেন যে, বদলীর আদেশ বাতিল করার জন্য দুইজন মাননীয় মন্ত্রীর সুপারিশসহ দরখাস্ত দাখিল করা হইতে প্রমাণিত হয় যে, প্রথম পক্ষের অসুস্থ থাকার কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা। বিজ্ঞ-আইনজীবী আরও বক্তব্য রাখেন যে, প্রথম পক্ষকে শারিরীক পরীক্ষার জন্য মিলের ডাক্তারের নিকট হাজির হওয়ার নির্দেশ প্রদান করা হইলে তিনি হাজির হন নাই যদিও তাহার বাড়ী মিল হইতে মাত্র দেড় কিঃ মিটার দূর। কিন্তু প্রথম পক্ষের বাড়ী হইতে ১২ কিঃ মিটার দূরে রাজবাড়ীর ডাক্তারের দ্বারা প্রথদ পক্ষের কথিত চিকিৎসা করা হইতেই বুঝা যায় যে, উক্ত ডাক্তার কর্তৃক ইস্যুকৃত ডাক্তারী প্রতিবেদন সঠিক নহে। বিজ্ঞ-আইনজীবী আরও বক্তব্য রাখেন যে, প্রথম পক্ষের উপর দ্বিতীয় পক্ষের কোন বিশ্বাস নাই বিধায় তাহাকে চাকুরীতে পুনর্বহাল করিয়া তাহার নিকট হইতে ভাল কিছু আশা করা যায় না। তাই বেশীর পক্ষে তাহাকে টারমিনেশনের সুযোগ দেওয়া যাইতে পারে। তিনি তাহার বক্তব্যের সমর্থনে ৩৩ ডি, এল, আর (এডি) (১৯৮১) এর ১২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত এস, এস, এর কুদ্দুস এবং অন্যান্য দরখাস্তকারী বনাম চেয়ারম্যান, লেবার কোর্ট, চট্টগ্রাম এবং অন্যান্য প্রতিপক্ষ মোকদ্দমার সিদ্ধান্তে উল্লেখ করেন।

In that case their lordships have observed-"

Termination benefits rather than reinstatement deemed appropriate order.

"Regarding reinstatement, I am of opinion that there is lack of confidence on the first party and as such he should not be thrust on the shoulder of the second party. Under the circumstances, he should be given termination benefits."

বিজ্ঞ-আইনজীবী আরও বক্তব্য রাখেন যে, তদন্ত কার্যক্রমে বে-আইনীর কিছু নাই এবং প্রথম পক্ষকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ প্রদান করা সত্ত্বেও তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে তদন্তে হাজির হন নাই।

প্রথম পক্ষের বাড়ী হইতে মাত্র দেড় কিলোমিটার দূরে মিলের ডাক্তারের নিকট হাজির হওয়ার নির্দেশ প্রদান করা হইলেও প্রথম পক্ষের সেখানে হাজির না হওয়া এবং প্রথম পক্ষের বাড়ী হইতে প্রায় ১২ কিলোমিটার দূরে রাজবাড়ী ডাক্তারের দ্বারা কথিত চিকিৎসা করা হইতেই প্রমাণিত হয় যে, প্রথম পক্ষের কথিত অসুস্থ থাকার কথা সঠিক নয় এবং বদলীর আদেশ বাতিলের জনাই তিনি অসুস্থতার ভান করিয়াছেন। তাছাড়া সুপারিশসহ বদলীর আদেশ বাতিলের দরখাস্ত দাখিল করা হইতেও প্রমাণিত হয় যে, প্রথম পক্ষের অসুস্থতার কথা সঠিক নহে। আর দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক দাখিলী তদন্ত কার্যক্রম এবং তদন্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনা করিয়া দেখা যায় যে, বার বার প্রথম পক্ষকে তদন্তে হাজির হইবার নির্দেশ প্রদান করিলেও তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে তদন্তে হাজির না হওয়ার কারণে একতরফাভাবে নিরপেক্ষ তদন্ত হইয়াছে এবং তদন্ত প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করিয়াই প্রথম পক্ষকে চাকুরীচ্যুত করা হইয়াছে। কিন্তু স্বীকৃতমতে প্রথম পক্ষ

১৯৭৮ সন হইতে দ্বিতীয় পক্ষের অধীনে কাজ করিয়া আসিতেছিলেন। এতদিনের একজন কর্মচারীকে চাকুরীচ্যুত না করিয়া মানবিক কারণে কর্তৃপক্ষ তাহাকে টারমিনেশনের সুযোগ-সুবিধা প্রদান পূর্বক চাকুরী হইতে টারমিনেট করিতে পারিতেন। যাহা হউক, দ্বিতীয় পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবী বক্তব্য রাখেন যে, বেশীর পক্ষে প্রথম পক্ষের চাকুরীচ্যুতির আদেশ টারমিনেশনের আদেশে রূপান্তরিত করিয়া তাহাকে টারমিনেশনের সুযোগ সুবিধা প্রদান করা যাইতে পারে। মোকদ্দমাটি যে বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলিতে পারে না এমন কোন বক্তব্য বিজ্ঞ-আইনজীবী রাখেন নাই।

অতএব উপরের আলোচনার আলোকে দেখা যায় যে, মোকদ্দমাটি বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলিতে পারে। আর সার্বিক অবস্থা বিবেচনা করিয়া প্রথম পক্ষের চাকুরীচ্যুতির আদেশ টারমিনেশনের আদেশে রূপান্তরিত করিয়া তাহাকে টারমিনেশনের বেনিফিট দেওয়া যাইতে পারে।

বিজ্ঞ-সদস্যদের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে এবং তাহারাও একই মত পোষণ করেন।

সুতরাং আদেশ হইল যে—

এস মোকদ্দমাটি দোতরফা সূত্রে বিনা খরচের আংশিক মঞ্জুর হইল। প্রথম পক্ষের ইং ২৩-৯-৯১ তারিখের চাকুরীচ্যুতির আদেশ টারমিনেশনের আদেশে রূপান্তরিত করিয়া তাহাকে টারমিনেশনের সুযোগ সুবিধা প্রদান করার জন্য দ্বিতীয় পক্ষকে নির্দেশ প্রদান করা হইল।

আবদুর রব মিয়া
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত,
ঢাকা।
তারিখঃ ১৬-৪-৯৫

অভিযোগ মামলা নং-১১১/১৯৯২

আবদুল মতিন,
পিতা—আলী আহমেদ হাওলাদার,
গ্রাম ও পোঃ চরবংশী,
জেলাঃ লক্ষীপুর—প্রথম পক্ষ।

বনাম

(১) চেয়ারম্যান,
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড,
ওয়াপদা ভবন, মতিঝিল বা/এ,
ঢাকা।

(২) মহা-পরিচালক,
বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড,
কাওরান বাজার, ঢাকা।

(৩) উপ-পরিচালক,
বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড, কুমিল্লা।

(৪) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী,
চাঁদপুর প ও র সার্কেল,
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, চাঁদপুর।

(৫) পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা,
বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড,
লক্ষীপুর, জেলাঃ লক্ষীপুর—দ্বিতীয়পক্ষগণ।

উপস্থিত ঃ আবদুর রব মিয়া, (জেলা ও দায়রা জজ), চেয়ারম্যান।
জনাব ফয়েজ আহাম্মদ, (মালিক পক্ষ), সদস্য।
জনাব ফজলুল হক মন্টু, (শ্রমিক পক্ষ), সদস্য।

রায়ের তারিখঃ ৪-৪-৯৫

রায়

ইহা ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫(১)(খ) ধারার একটি মোকদ্দমা।

সংক্ষেপে প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা এই যে, প্রথম পক্ষকে প্রকল্প কর্মকর্তা রায়পুর টি, সি, সি এ লিমিটেড ইং ২২-১০-৭৯ তারিখ নিয়োগদান করার পরে তিনি তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী চাঁদপুর পওর সার্কেল, পানি উন্নয়ন বোর্ড, চাঁদপুর এর অধীনে গ্রাম্য হিসাব রক্ষক পদে কাজ করিয়া আসিতেছিলেন। পরে, প্রথম পক্ষকে হাইমচর হইতে রায়পুরে বদলী করা হয় এবং সেখানেই তিনি কাজ করিতেছিলেন একজন স্থায়ী শ্রমিক হিসাবে। তাহার মাসিক সর্বশেষ মজুরী ছিল ১৭৭২ টাকা। ৪ নং ২য়ঃ পক্ষ প্রথম পক্ষের কাজকর্ম তদারকি করিতেন এবং তাহাকে মজুরী প্রদান করিতেন। হঠাৎ ১৯৯১ সালের এপ্রিল মাস হইতে ৪ নং ২য় পক্ষ প্রথম পক্ষের মাসিক মজুরী প্রদান বন্ধ করিয়া দেন। কাজ ও মজুরী প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হইলেও ৪ নং ২য়ঃ পক্ষ অনুরোধ রাখেন নাই। প্রথম পক্ষ ইং ১৩-৫-৯২ তারিখ ১ নং ২য়ঃ পক্ষের নিকট মজুরী প্রদানের জন্য অনুরোধ করিয়া একটি পত্র প্রেরণ করেন। উক্ত পত্রের উত্তর না পাইয়া প্রথম পক্ষ ইং ৪-৭-৯২ তারিখ ৯২/৯২ নম্বর আই, আর, ও, মোকদ্দমা দায়ের করেন। ১ ও ৪ নং ২য়ঃ পক্ষ ইং ২৪-৮-৯২ তারিখ লিখিত জবাব দাখিল করিয়া উল্লেখ করেন যে, ৩ ও ৫ নং দ্বিতীয় পক্ষ প্রথম পক্ষকে চাকুরী হইতে অব্যাহতি দিয়াছেন। কিন্তু কোন তারিখ হইতে অব্যাহতি দিয়াছেন তাহা উল্লেখ করেন নাই। প্রথম পক্ষ টারমিনেশন আদেশের কথা জানিতে পারিয়া ২ ও ৪ নং ২য়ঃ পক্ষের নিকট ইং ৭-৯-৯২ তারিখ রেজিষ্টী ডাকযোগে অনুযোগ পত্র প্রেরণ করেন। দ্বিতীয় পক্ষগণ উক্ত অনুযোগ পত্রের কোন প্রতিকার করেন নাই বিধায় বকেয়া বেতন ও টারমিনেশন বেনিফিটের জন্য প্রথম পক্ষ এই মোকদ্দমা দায়ের করেন।

প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা অস্বীকার করিয়া ১ ও ৪ এবং ২, ৩ ও ৫ নং ২য়ঃ পক্ষ লিখিত জবাব দাখিল করেন।

সংক্ষেপে তাহাদের মোকদ্দমা এই যে, এই মোকদ্দমাটি বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলিতে পারে না। ১ ও ৪ নং দ্বিতীয় পক্ষ অত্র মোকদ্দমার প্রয়োজনীয় পক্ষ নহেন এবং তাহারা প্রথম পক্ষের মালিক নহেন। আই, আর, ডি, পি (পরবর্তীতে বি, আর, ডি, পি) প্রথম পক্ষের নিয়োগকারী কর্মকর্তা এবং কো-অপারেটিভ ইউনিয়নগুলো উহার অধীন। নিয়োগদানের পরে

প্রথম পক্ষের চাকুরী চাঁদপুর পানি উন্নয়ন বোর্ডের নিকট হস্তান্তর করা হয় এবং উক্ত প্রকল্পের কাজ শেষ হইয়া যাওয়ায় ৩ ও ৫ নং ২য়ঃ পক্ষ প্রথম পক্ষকে চাকুরী হইতে অব্যাহতি দেন। তাহাদের নিকট অনুযোগ পত্র প্রেরণ না করায় মোকদ্দমাটি আইনতঃ চলিতে পারে না। তা'ছাড়া প্রথম পক্ষের এই মোকদ্দমা দায়ের করার কোন লোকাসষ্ট্যান্ডি নাই। তাই প্রথম পক্ষ এই মোকদ্দমায় কোন প্রতিকার পাইতে পারেন না এবং মোকদ্দমাটি খরচসহ ডিসমিস যোগ্য।

বিচার্য বিষয়ঃ

(১) মোকদ্দমাটি বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলিতে পারে কি ?

(২) প্রথম পক্ষ তাহার প্রার্থনা মতে কোন প্রতিকার পাইতে পারেন কি ?

আলোচনা ও সিদ্ধান্তঃ

বিচার্য বিষয়—১ ও ২ঃ

আলোচনার সুবিধার্থে বিচার্য বিষয় দুইটি একত্রে লওয়া হইল। যদিও ১ ও ৪ এবং ২, ৩ ও ৫ নং ২য়ঃ পক্ষ ভিন্ন ভিন্ন জবাব দাখিল করিয়াছেন। কিন্তু যুক্তিতর্ককালীন সময়ে ১ ও ৪ নং ২য়ঃ পক্ষে কেউ উপস্থিত ছিলেন না। আর প্রথম পক্ষ নিজেই তাঁহার মোকদ্দমা পরিচালনা করিয়াছেন। স্বীকৃতমতে, প্রকল্প কর্মকর্তা, আই, আর, ডি, পি, রায়পুর, নোয়াখালী, তাঁহার ইং ২২-১০-৭৯ তারিখের আদেশ, প্রদর্শনী-১ দ্বারা প্রথম পক্ষকে নিয়োগদান করেন। ইহাও স্বীকৃত যে, প্রথম পক্ষ ২ নং ২য়ঃ পক্ষের নিকট অনুযোগ পত্র (অনুলিপি), প্রদর্শনী-২ প্রেরণ করেন। প্রথম পক্ষ তাহার দরখাস্তে উল্লেখ করিয়াছেন যে, তিনি ২ ও ৪ নং ২য়ঃ পক্ষের নিকট অনুযোগ পত্র প্রেরণ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা তাহার নিয়োগদানকারী কর্মকর্তা নহেন। স্বীকৃতমতে, প্রথম পক্ষকে নিয়োগদান করিয়া চাঁদপুর পানি উন্নয়ন বোর্ডের নিকট তাহার চাকুরী হস্তান্তর করা হয়। কিন্তু পানি উন্নয়ন বোর্ডের নিকট প্রথম পক্ষের চাকুরী হস্তান্তর করা হইলেও তাহার নিয়োগদানকারী কর্মকর্তা আই, আর, ডি, পি। প্রথম পক্ষ জেরার সময় স্বীকারও করিয়াছেন যে, তাহাকে রায়পুর থানা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ এসোসিয়েশন লিঃ নিয়োগদান করিয়াছেন এবং পানি উন্নয়ন বোর্ড তাহাকে কোন নিয়োগদান করেন নাই। তাই দেখা যায় যে, স্বীকৃতমতে প্রথম পক্ষের নিয়োগদানকারী কর্তৃপক্ষ হইল থানা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ এসোসিয়েশন লিঃ। থানা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি লিঃ কর্তৃক নিয়োগদান করিয়া প্রথম পক্ষের চাকুরী চাঁদপুর সেচ প্রকল্প কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর করা হয়। নিয়োগদানকারী ও অব্যাহতিদানকারীদের নিকট বিধানমতে অনুযোগ পত্র প্রেরণ না করায় মোকদ্দমাটি আইনতঃ চলিতে পারে না।

যুক্তিতর্ককালীন সময় প্রথম পক্ষ বলিয়াছেন যে, তিনি বি, আর, ডি, পি এর নিকট অনুযোগ পত্র প্রেরণ করিয়াছেন। অপরদিকে ২, ৩ ও ৫ নং ২য়ঃ পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবী বক্তব্য রাখেন যে, এই ২য়ঃ পক্ষের নিকট কোন অনুযোগ পত্র দাখিল করা হয় নাই। তিনি আরও বক্তব্য রাখেন যে, ২৮ ডি এল আর (এডি) (১৯৭৬) এর ১৮৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত মোকদ্দমার সিদ্ধান্তের আলোকেও বর্তমান মোকদ্দমাটি আইনতঃ চলিতে পারে না। বিজ্ঞ-আইনজীবী আরও বক্তব্য রাখেন যে, একই

প্রকৃতির ১০৭/৯২ নম্বর অভিযোগ মোকদ্দমা সহ আরও কতকগুলি অভিযোগ মোকদ্দমা পূর্ণ শুনানী অন্তে অত্র আদালত কর্তৃক ডিসমিস করা হইয়াছে।

তাই উপরের আলোচনার আলোকে দেখা যায় যে, মোকদ্দমাটি বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলিতে পারে না এবং প্রথম পক্ষ এই মোকদ্দমায় কোন প্রতিকার পাইতে পারেন না।

বিজ্ঞ-সদস্যদের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে। কিন্তু তাঁহারা লিখিত কোন মতামত প্রদান করেন নাই

সুতরাং আদেশ হইল যে—

এই মোকদ্দমাটি বিনা খরচায় দোতরফা সূত্রে ডিসমিস হইল।

আবদুর রব মিয়া
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।
তারিখ: ৪-৪-৯৫

আই, আর, ও, মামলা নং-১১৪/১৯৯২

মোঃ বজলুর রহমান
উচ্চমান সহকারী (তাঁত)
নবারুন জুট মিলস লিমিটেড,
কাঞ্চন, নারায়ণগঞ্জ—প্রথম পক্ষ।

বনাম

(১) চেয়ারম্যান,
বাংলাদেশ জুট মিলস করপোরেশন,
আদমজী কোর্ট, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।

(২) উপ-মহাব্যবস্থাপক,
নবারুন জুট মিলস লিঃ,
কাঞ্চন, নারায়ণগঞ্জ—দ্বিতীয় পক্ষগণ।

উপস্থিত :—আবদুর রব মিয়া (জেলা ও দায়রা জজ), চেয়ারম্যান।
জনাব কাজী হেদায়েত উল্লাহ, (মালিক পক্ষ), সদস্য।
জনাব মঞ্জুরুল আহসান, (শ্রমিক পক্ষ), সদস্য।

রায়ের তারিখঃ ২৭-৩-৯৫

রায়

ইহা ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্কে অধ্যাদেশের ৩৪ ধারার একটি মোকদ্দমা।

সংক্ষেপে প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা এই যে, প্রথম পক্ষ ইং ৯-১১-৬৯ তারিখ দ্বিতীয় পক্ষের অধীন টাইম কিপার পদে যোগদান করিয়া ১৯৮২ তারিখ পর্যন্ত কর্মরত থাকাবস্থায় ১-৭-৮১ ইং তারিখ হইতে তাহার পদবী টাইম কিপার হিসাবে আপ-গ্রেড করিয়া ৩৭০-৭৪৫ টাকার স্কেলে তাহার বেতন নির্ধারণ করেন। তাহার মূল বেতন ৬২০ টাকায় নির্ধারণ করেন। পরবর্তীতে আইন মোতাবেক তাহাকে টাইম স্কেল প্রদান করা হয়। প্রথম পক্ষকে ইং ৭-১-৯০ তারিখ উচ্চমান সহকারী পদে পদোন্নতি দেওয়া হয়। প্রথম পক্ষ উচ্চমান সহকারী হিসাবে ২,২৪০ টাকা বেতন ও পি. পি. ৯০ টাকা পাইতেছেন। ২নং ২য়ঃ পক্ষ ইং ৯-৮-৯২ তারিখের পত্র দ্বারা প্রথম পক্ষের বেতন ইং ১-৭-৯০ তারিখ হইতে বে-আইনীভাবে ২,০৯০ টাকায় পুনঃ নির্ধারণ করেন। কর্তৃপক্ষ প্রথম পক্ষের বেতন স্ব-ইচ্ছায় বর্ধিত করিয়াছেন এবং দীর্ঘ ১১ বৎসর তিনি উক্ত বর্ধিত বেতন গ্রহণ করিয়াছেন। প্রথম পক্ষ ইং ২৯-৮-৯২ তারিখ ২নং ২য়ঃ পক্ষের নিকট বে-আইনী আদেশের বিরুদ্ধে একখানা দরখাস্ত দাখিল করেন যাহা দ্বিতীয় পক্ষ ইং ২৯-৯-৯২ তারিখ নাচক করেন। প্রথম পক্ষের কাজে সন্তুষ্ট হইয়া তৎকালীন ম্যানেজার তাহাকে ইং ১১-২-৮২ তারিখের পত্রের মাধ্যমে ইং ১-৭-৮১ তারিখ হইতে উচ্চতর স্কেল প্রদান করেন এবং উক্ত আপ-গ্রেডের সুযোগ প্রথম পক্ষ ইং ৯-৮-৯২ তারিখের আদেশের পূর্ব পর্যন্ত গ্রহণ করিয়াছেন। ২নং ২য়ঃ পক্ষ কোন ভাবেই প্রথম পক্ষের বেতন কমাইতে পারেন না। এমতাবস্থায়, ২নং ২য়ঃ পক্ষের ইং ৯-৮-৯২ তারিখের আদেশ নং নজম/প্রশা/নথি/৯২/২০৯ প্রত্যাহার করার জন্য এবং প্রথম পক্ষ যাহাতে পূর্বের ন্যায় বেতন ভাতাদি পাইতে পারেন তজ্জন্য এই মোকদ্দমা দায়ের করা হইয়াছে।

প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা অস্বীকার করিয়া লিখিত বর্ণনা দাখিলে দ্বিতীয় পক্ষ এই মোকদ্দমায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

সংক্ষেপে দ্বিতীয় পক্ষের মোকদ্দমা এই যে, প্রথম পক্ষের এই মোকদ্দমা আইনতঃ চলিতে পারে না এবং প্রথম পক্ষের এই মোকদ্দমা দায়ের করার কোন কারণ উদ্ভব হয় নাই। প্রথম পক্ষ যে প্রতিকার প্রার্থনা করিয়াছেন উহা কোন আইন বা এওয়ার্ড বা চুক্তি দ্বারা সংরক্ষিত নয় বিধায় মোকদ্দমাটি খারিজযোগ্য। ২নং দ্বিতীয় পক্ষ প্রতিষ্ঠানে ১নং ২য় পক্ষের অধীনস্থ একটি জাতীয়করণকৃত এন্টারপ্রাইজ। এই প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক ও কর্মকর্তাগণের বেতন ও ভাতাদি সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত ও নির্ধারিত হয়। প্রথম পক্ষের পদবী (টাইম কিপার) ঠিক রাখিয়া ঐ পদের জন্য বেতন স্কেল আপ-গ্রেড করিবার কোন আইন নাই। প্রথম পক্ষকে সম্পূর্ণ বে-আইনী-ভাবে পদবী ঠিক রাখিয়া বেতন স্কেল আপ-গ্রেড করা হইয়াছিল। প্রথম পক্ষকে সরকারী বিধান অনুযায়ী তিনটা টাইম স্কেল প্রদান করা হইয়াছে। কিন্তু প্রথম পক্ষের চাকুরীর ৮ বৎসর পূর্ণ হওয়ায় (১-১২-৭০ ইং তারিখ হইতে ১-১২-৭৮ তারিখ) তাহাকে তাহার মূল বেতন ৩২৫-৬১০ টাকার স্কেল হইতে উচ্চতর ৩৭০-৭৪৫ টাকার স্কেল প্রদান করার কথা ছিল। কিন্তু তাহাকে বে-আইনীভাবে ৪০০-৮২৫ টাকার স্কেল দেওয়া হয়। অনুরূপভাবে প্রথম পক্ষের চাকরী ১২ বৎসর পূর্ণ হওয়ার পর ৪০০-৮২৫ টাকায় বেতন স্কেলে তাহার বেতন নির্ধারিত হওয়ার কথা থাকিলেও তাহাকে দেওয়া হয় ৪২৫-১০৩৫ টাকার স্কেল। তাহার ১৫ বৎসর চাকরী পূর্ণ হওয়ার পরে তাহাকে ৯০০-২০৭৫ টাকার স্কেলের পরিবর্তে বেআইনীভাবে তাহাকে দেওয়া হয় ১০০০-২২৮০ টাকার স্কেল। সরকার কর্তৃক ১৯৯১ সনে জাতীয় বেতন মালা ঘোষিত হওয়ার

পর ২নং ২য়ঃ পক্ষ কর্তৃক প্রথম পক্ষের বেতন নির্ধারণ পূর্বক তাহা অনুমোদনের জন্য ১নং দ্বিতীয় পক্ষের নিরীক্ষা বিভাগে দাখিল করিলে ২নং ২য়ঃ পক্ষ কর্তৃক অনিয়মতান্ত্রিকভাবে প্রদত্ত আপ-গ্রেড অর্ডারের বিষয়টি ধরা পড়ে। ১নং দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক ইং ১৯-৭-৯২ তারিখের পত্রের মাধ্যমে আপ গ্রেডেশন আদেশ অর্থ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশের পারপন্থী বলিয়া গণ্য করিবেন ২নং ২য় পক্ষ ৯-৮-৯২ ইং তারিখের পত্রের মাধ্যমে ১১-২-৮২ ইং তারিখের আপ-গ্রেডেশন আদেশ বাতিল করেন এবং তাহার বেতন পুনঃ নির্ধারণ করেন। উপরোক্ত অবস্থায় প্রথম পক্ষের এই মোকদ্দমাটি খরচসহ ডিসমিসযোগ্য।

বিচার্য বিষয়ঃ

(১) প্রথম পক্ষের এই মোকদ্দমাটি আইনতঃ চলিতে পারে কি?

(২) প্রথম পক্ষ তাহার প্রার্থনা মতে কোন প্রতিকার পাইতে পারেন কি?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত ঃ

বিচার্য বিষয়ঃ১ ও ২ঃ

আলোচনার সুবিধার্থে বিচার্য বিষয় দুইটি একত্রে লওয়া হইল। স্বীকৃতমতে প্রথম পক্ষ ইং ১-১১-৬৯ তারিখ টাইম কিপার পদে দ্বিতীয় পক্ষের অধীন যোগদান করিয়া কাজ করিতে থাকাবস্থায় ইং ১-৭-৮১ তারিখ হইতে একই পদে তাহার বেতন আপ-গ্রেড করিয়া ৩৭০-৭৭৫ টাকার স্কেলে নির্ধারণ করা হয় এবং উক্ত স্কেল তাহার প্রাথমিক স্কেল হিসাবে গণ্য করিয়া তাহাকে পর পর তিনটি টাইম স্কেল প্রদান করা হয়। ইহাও স্বীকৃত যে, ২নং ২য়ঃ পক্ষ ইং ৯-৮-৯২ তারিখ পত্র নং নজম/প্রশা/নথি/৯২/২০৯ এর মাধ্যমে ইং ১-৭-৯০ তারিখ হইতে প্রথম পক্ষের বেতন ২০৯০ টাকায় পুনঃ নির্ধারণ করেন। প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা অনুযায়ী দ্বিতীয় পক্ষ তাহার বেতন স্কেল আপ-গ্রেড করিয়া দীর্ঘ ১০/১১ বৎসর পরে উহা কোনভাবেই প্রত্যাহার করিতে পারেন না। তাই দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক প্রথম পক্ষ বেতন নির্ধারণ করিয়া যে আদেশ প্রদান করিয়াছেন উহা সম্পূর্ণ বে-আইনী হইয়াছে।

অপরদিকে দ্বিতীয় পক্ষের মোকদ্দমা অনুযায়ী প্রথম পক্ষকে একই পদে সম্পূর্ণ বে-আইনী-ভাবে বেতন স্কেল আপ-গ্রেড করা হইয়াছে এবং সেই বে-আইনীভাবে বেতন স্কেলের উপর নির্ভর করিয়াই তাহাকে পর পর তিনটি টাইম স্কেল প্রদান করা হইয়াছে। তাই হিসাব নিরীক্ষা বিভাগ কর্তৃক বিষয়টি ধরা পড়িলে আইনানুযায়ী প্রথম পক্ষের বেতন পুনঃ নির্ধারণ করা হইয়াছে।

উভয় পক্ষ এই মোকদ্দমায় একজন করিয়া স্বাক্ষী পরীক্ষা করিয়াছেন। প্রথম পক্ষের স্বাক্ষী মোঃ বজলুর রহমান (প্রথম পক্ষ) তাহার জবানবন্দিতে নিজ মোকদ্দমার বর্ণনা দেন এবং তাহার দাখিলী কাগজপত্র, প্রদর্শনী-১-৪/(ক) প্রমাণ করেন। জেরার সময় তিনি স্বীকার করেন যে, তিনি নবারুন জুট মিলে চাকুরী করেন যাহা বাংলাদেশ জুট মিলস্ কর্পোরেশনের একটি প্রতিষ্ঠান। তিনি আরও স্বীকার করেন যে, সরকারী নির্দেশে কর্পোরেশনের সারকুলার অনুযায়ী তাহাদের বেতন ভাতাদি নির্ধারণ করা হয়। আই, আর, ও, মোকদ্দমা নম্বর ১১৩/৯২ একই প্রকৃতির বিধায় উভয় মোকদ্দমা একত্রে শুনানী হইয়াছে এবং উক্ত মোকদ্দমার প্রথম পক্ষ শ্যামচন্দ্র সাহাকে এই মোকদ্দমায় শুধু হাজির করা হইলে দ্বিতীয় পক্ষ তাহাকে জেরা করা হইতে বিরত থাকেন। দ্বিতীয় পক্ষের একমাত্র স্বাক্ষী হিসাবে মোঃ খলিলুর রহমান, উপ-ব্যবস্থাপক (প্রশাসন) দ্বিতীয় পক্ষে জবানবন্দী করেন। তিনি তাহার জবানবন্দীতে দ্বিতীয় পক্ষের

মোকদ্দমার বর্ণনা দেন। জেরার সময় তিনি স্বীকার করেন যে, ১০/১২ বৎসর পূর্বে পক্ষদ্বয়কে আপ-গ্রেড করা হয়। তাহাদের নিয়োগকর্তা ম্যানেজার কর্তৃক। তিনি আরও স্বীকার করেন যে, ভুলের জন্য ম্যানেজারের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে কিনা তাহা তিনি জানেন না। আর টাইম স্কেলের পূর্বে আপ-গ্রেড করা হইয়াছে। প্রথম পক্ষের বেতন স্কেল আপ-গ্রেড করার পরে উক্ত স্কেল অনুযায়ী তাহাকে পর পর তিনটি টাইম স্কেল প্রদান করা হইয়াছে। একই পদে টাইম স্কেল বাদে অন্য কোনভাবে বেতন স্কেল আপ-গ্রেড করার কোন বিধান আছে কি না উহা এই মোকদ্দমার মূল বিচার্য বিষয়। প্রথম পক্ষ হইতে এমন কোন কিছু দেখাইতে পারেন নাই যে, একই পদে টাইম স্কেল বাদে অন্য কোনভাবে বেতন স্কেল আপ-গ্রেড করা যায়।

যুক্তিতর্ককালীন সময় প্রথম পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবী বক্তব্য রাখেন যে, বেতন স্কেল আপ-গ্রেড এর ১০ বৎসর পর বেতন কমানো সম্পূর্ণ বে-আইনী হইয়াছে এবং একবার যে অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় উহাকে ছিনাইয়া নেওয়ার কোন অধিকার দ্বিতীয় পক্ষের নাই। বিজ্ঞ-আইনজীবী তাহার বক্তব্যের সমর্থনে ৩১ডি, এল, আর এর ৮৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত এ, এইচ, এম, আবদুল হাই--দরখাস্তকারী-বনাম-বাংলাদেশ এবং অন্যান্য-প্রতিপক্ষ মোকদ্দমার সিদ্ধান্তের উল্লেখ করেন। In that case their lodships have observed.

"When an order has taken effect and in pursuance of that order certain right has been created in favour of any person that order cannot be withdrawn or rescinded to the detriment of that person."

অপরদিকে দ্বিতীয় পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবী বক্তব্য রাখেন যে, উপরোক্ত সিদ্ধান্ত বর্তমান মোকদ্দমার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে এবং বে-আইনী আদেশের দ্বারা প্রথম পক্ষের কোন অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। তাই প্রথম পক্ষের প্রার্থীত কোন প্রতিকার কোন আইন বা এওয়ার্ড বা চুক্তি দ্বারা সংরক্ষিত না হওয়ায় মোকদ্দমাটি চলিতে পারে না। বিজ্ঞ-আইনজীবী আরও বক্তব্য রাখেন যে, মজুরী পরিশোধ আইনের ৭(২) এবং ২২ ধারার বিধান মতে অত্র আদালতে মোকদ্দমাটি চলিতে পারে না।

প্রথম পক্ষ এই মোকদ্দমায় যে প্রতিকার প্রার্থনা করিয়াছেন উহা কোন আইন, এওয়ার্ড বা চুক্তি দ্বারা সংরক্ষিত আছে এমন কোন কিছু প্রথম পক্ষ দেখাইতে পারেন নাই। তাই ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারার বিধান মতে দায়েরকৃত এই মোকদ্দমা আইনতঃ চলিতে পারে না। আর ৩১ ডি, এল, আর এর ৮৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত মোকদ্দমার বিষয়বস্তু এবং বর্তমান মোকদ্দমার বিষয়বস্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন হওয়ায় উক্ত মোকদ্দমার সিদ্ধান্ত বর্তমান মোকদ্দমার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় বলিয়া আমি মনে করি। তাছাড়া মজুরী পরিশোধ আইনের ৭(২) এবং ২২ ধারার বিধান মতেও মোকদ্দমাটি অচল। আমি পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি যে, একই পদে বহাল রাখিয়া টাইম স্কেল বাদে অন্য কোন স্কেল প্রদান করার কোন বিধান প্রথম পক্ষ দাখিল করিতে পারেন নাই। তাই ২ নং ২য়ঃ পক্ষ কর্তৃক ইং ৯-৮-৯২ তারিখের আদেশ নম্বর নজম/প্রশা/নথি/৯২/২০১ এ আমি বে-আইনীর কিছু দেখি না। আর স্বীকৃতমতে দ্বিতীয় পক্ষের ইং ৯-৮-৯২ তারিখের পত্র, প্রদর্শনী-২ এ প্রথম পক্ষের বে-আইনী আপ-গ্রেডেশন বাতিল করিয়া বেতন পুনঃ নির্ধারণ করা হইয়াছে। কিন্তু তাহার নিকট কোন বকেয়া পাওনা চাওয়া হয় নাই। বে-আইনী-ভাবে হইলেও দীর্ঘ ১০/১১ বৎসর উপরের স্কেলে বেতন গ্রহণ করিয়া একজন গরীব কর্মচারীর পক্ষে ১০/১১ বৎসর বে-আইনীভাবে গ্রহণ করা বেশী বেতনের টাকা ফেরত প্রদান করা খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার। যাহাহউক, উক্ত বিষয় দ্বিতীয় পক্ষ তাহাদের পত্র, প্রদর্শনী-২ এ কোন কিছু উল্লেখ না করায় এবং ভবিষ্যতে বিষয়টি মানবিক দিক থেকে বিবেচনা করিবেন বলিয়া দ্বিতীয় পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবী বক্তব্য রাখায় উক্ত বিষয় আলোচনা না করাই শ্রেয়।

বিজ্ঞ-সদস্যদের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে। মালিক পক্ষের বিজ্ঞ-সদস্য এই মর্মে মতামত ব্যক্ত করিয়াছেন যে, বে-আইনী আপ-গ্রেডেশন প্রদান করার জন্য আদেশ প্রদানকারীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত ।শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ-সদস্য এই মর্মে মতামত প্রদান করেন যে, যে সুযোগ-সুবিধা একবার প্রদান করা হইয়াছে উহা হইতে প্রথম পক্ষকে বঞ্চিত করিলে তাহার উপর এক বিপর্যয় নামিয়া আসিবে। তাই প্রথম পক্ষের আবেদন বিবেচনা করা বাঞ্ছনীয়।

আমি পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি যে, বে-আইনীভাবে প্রদত্ত আপ-গ্রেডেশন আদেশ বহাল রাখার কোন বিধান নাই। আর প্রথম পক্ষের অবস্থা সম্পর্কে আমি পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি। তবে বে-আইনী আদেশ প্রদান করার জন্য আদেশ প্রদানকারী কর্মকর্তার বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষ যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন বলিয়াই আমি বিশ্বাস করি। অতএব উপরের আলোচনার আলোকে এবং স্বাক্ষীদের জবানবন্দি ও দাখিলী কাগজপত্র হইতে দেখা যায় যে, মোকদ্দমাটি আইনতঃ চলিতে পারে না এবং প্রথম পক্ষ এই মোকদ্দমায় কোন প্রতিকার পাইতে পারেন না।

সুতরাং আদেশ হইল যে—

এই মোকদ্দমাটি দোতরফা সূত্রে বিনা খরচায় ডিসমিস হইল। অত্র মোকদ্দমা এবং ১১৩/৯২ নম্বর আই, আর, ও মোকদ্দমা সম্পূর্ণ একই প্রকৃতির বিধায় এই মোকদ্দমার রায় উক্ত মোকদ্দমার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হইবে।

আবদুর রব মিয়া
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।
তারিখঃ ২৭-৩-১৯৯৫ ইং

আই, আর, ও, মামলা নং-৪৫/৯২

মোঃ সিরাজুল ইসলাম, কোড নং-৮৪১০৩,
একটিং সারেং, কে, এস, ওয়াই-৩৫৩,
বি, আই, ডাব্লিউ, টি, সি,
নারায়ণগঞ্জ—প্রথম পক্ষ।

বনাম

(১) চেয়ারম্যান,
বি, আই, ডাব্লিউ, টি, সি,
৫, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা,
থানাঃ মতিঝিল, ঢাকা।

(২) উপ-কর্মচারী ব্যবস্থাপক (বহর),
বি, আই, ডব্লিউ, টি, সি,
নারায়ণগঞ্জ—দ্বিতীয় পক্ষগণ।

উপস্থিত ঃ আবদুর রব মিয়া, (জেলা ও দায়রা জজ), চেয়ারম্যান।
জনাব ফয়েজ আহাম্মদ, সদস্য (মালিক পক্ষ)।
জনাব ফজলুল হক মন্টু, সদস্য (শ্রমিক পক্ষ)।

রায়ের তারিখ ঃ ১৫-৩-৯৫

রায়

ইহা ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারার একটি মোকদ্দমা।

সংক্ষেপে প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা এই যে, প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষের অধীনে 'বার্জ লস্কর' হিসাবে চাকুরীতে যোগদান করিয়া যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করিয়া আসিতেছিলেন। ২য়ঃ পক্ষ ইং ১০-১১-৮৬ তারিখ প্রথম পক্ষকে ঘাটতি মালের মূল্য আদায় ও সতর্কীকরণ বিষয়ে একটি পত্র দেন। উক্ত পত্রে আরও উল্লেখ করা হয় যে, তদন্ত অনুষ্ঠানের পরে প্রথম পক্ষকে দোষী সাব্যস্থ করা হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কোন তদন্ত হয় নাই এবং প্রথম পক্ষকে অন্যায়ভাবে কথিত ৮৪৫ মণ ১০ সের গম ঘাটতির সহিত অন্যায়ভাবে জড়িত করা হইয়াছে। প্রথম পক্ষ ইং ২৮-৬-৮৩ তারিখ অভিযোগ অস্বীকার করিয়া একটি জবাব দাখিল করিয়াছেন। প্রথম পক্ষের বিরুদ্ধে যে সমস্ত চার্জসীট প্রদান করা হইয়াছে উহা সম্পূর্ণ অন্যায় ও বে-আইনীভাবে প্রদান করা হইয়াছে এবং কোন ভাবেই উহা প্রথম পক্ষের বিরুদ্ধে প্রযোজ্য নহে। প্রথম পক্ষ ইং ৯-৩-৯১ তারিখ চার্জসীটসমূহের অভিযোগ অস্বীকার করিয়া জবাব দাখিল করেন। জবাব দাখিল করিলেও তাহার কোন তদন্ত অনুষ্ঠিত হয় নাই। দ্বিতীয় পক্ষগণ ইং ২-৬-৯১ তারিখের পত্রের মাধ্যমে বাণিজ্যিক বিভাগ হইতে ১৪টি ডেবিট নোট প্রথম পক্ষের সার্ভিস বুকে লিপিবদ্ধ করিবার নির্দেশ দেন। উক্ত ১৪টি ডেবিট নোট নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ইস্যু না করিয়া তামাদি হওয়ার পর দ্বিতীয় পক্ষগণ নিজেরা দায় হইতে বাঁচিবার জন্য আইন বহির্ভূত পন্থায় ডেবিট নোটগুলি ইস্যু করিয়াছেন। ডেবিট নোটগুলির মালামাল ঘাটতির বিষয় প্রথম পক্ষ কিছুই জানেন না এবং ঘাটতিকৃত জলযানে প্রথম পক্ষ চাকুরী করেন নাই। দ্বিতীয় পক্ষগণ আইনের বিধান অনুসরণ না করিয়া সম্পূর্ণ বে-আইনীভাবে ঘাটতি মালামালের মূল্য আদায়ের জন্য ডেবিট নোটগুলি ইস্যু পূর্বক অর্থ কর্তনের গুরুদণ্ড আরোপ করিয়াছেন ঘাটতির দীর্ঘ ৮/৯ বৎসর পর। পরবর্তীতে ইং ২৩-২-৯২ তারিখ আরেকটি পত্রের মাধ্যমে প্রথম পক্ষ ডেবিট নোটগুলি বাতিলের প্রার্থনা করিলেও দ্বিতীয় পক্ষ কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নাই। ১৯৮৭ সনের ঘাটতি মালামালের জন্য ৪ বৎসর পরে ইং ১৯৯১ সনে প্রথম পক্ষকে অভিযুক্ত করা হয় সম্পূর্ণ বে-আইনীভাবে। প্রথম পক্ষ ইং ২-৩-৯২ তারিখেও একটি পত্র দ্বারা দ্বিতীয় পক্ষগণ কর্তৃক ইস্যুকৃত বে-আইনী আদেশ বাতিলের আবেদন জানাইলেও দ্বিতীয় পক্ষ কোন প্রতিকার করেন নাই। প্রথম পক্ষ ইং ২৯-৩-৯২ তারিখ তাহার আইনজীবীর মাধ্যমেও দ্বিতীয় পক্ষগণকে লিগ্যাল নোটিশ প্রদান করেন। উহা পাওয়ার পরও দ্বিতীয় পক্ষ কোন প্রতিকার করেন নাই। তাই ইং ১০-১১-৮৬, ২৪-২-৯১, ২-৬-৯১, ২৩-১১-৯১, ৫-২-৯২ এবং ২২-২-৯২ তারিখের স্মারক দ্বারা অন্যায়ভাবে অর্থ কর্তনের আদেশ রদ ও রহিতের জন্য প্রথম পক্ষ এই মোকদ্দমা দায়ের করেন।

প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা অস্বীকার করিয়া লিখিত বর্ণনা দাখিলে দ্বিতীয় পক্ষ এই মোকদ্দমায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

সংক্ষেপে দ্বিতীয় পক্ষের মোকদ্দমা এই যে, মোকদ্দমাটি বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলিতে পারে না এবং প্রথম পক্ষের এই মোকদ্দমা দায়ের করার কোন কারণ নাই এবং মোকদ্দমাটি তামাদি দোষে বারিত। প্রথম পক্ষ তাহার নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানকে অত্র মামলায় পক্ষভুক্ত না করার কারণে মোকদ্দমাটি পক্ষ দোষে দোষিত। ডেবিট নোটগুলির মালামাল ঘাটতির বিষয়ে প্রথম পক্ষকে কোন কিছু না জানানোর বিষয় সত্য নহে। প্রথম পক্ষ ইং ১-৭-৬৪ তারিখ কর্পোরেশনের চাকুরীতে যোগদান করেন। চাকুরীতে যোগদান করিয়া কর্পোরেশনের বিভিন্ন জাহাজে নিয়োজিত থাকাকালীন সংশ্লিষ্ট ইনভয়েসে ঘাটতিজনিত কারণে তাহাকে যথাযথভাবে চার্জসীট প্রদান করিয়া জবাব দানের নির্দেশ প্রদান করা হয়। তিনি জবাব প্রদান করিয়া অভিযোগ হইতে অব্যাহতি চান স্ক্রিনিং কমিটি তাহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের সত্যতা যাচাই সাপেক্ষে তাহাকে দোষী সাব্যস্ত করিলে তাহার বিরুদ্ধে ঘাটতি মালের মূল্য আদায়ের পত্র ইস্যু করা হয়। ঘাটতির জন্য অভিযোগ আনয়ন করিয়া তাহার নিকট হইতে জবাব এবং জবানবন্দি গ্রহণ করা হয়। কর্তৃপক্ষ বিষয়টি পরীক্ষা নিরীক্ষা করার পর মাত্রাতিরিক্ত ঘাটতির জন্য প্রথম পক্ষকে দোষী সাব্যস্ত করেন এবং কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মূল্য আদায় এবং সংকুচিকরণ পত্র ইস্যু করা হয়। প্রথম পক্ষের ৬নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত অভিযোগ কর্তৃপক্ষ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়া তাহা সংশোধনের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ঘাটতিজনিত কাগজপত্র কর্পোরেশনের বাণিজ্যিক বিভাগ হইতে প্রাপ্তির পর ইং ২৩-২-৯১ তারিখ তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করিয়া তদন্ত কার্যের সুবিধার্থে কেইস সংক্রান্ত নথি চট্টগ্রামে তদন্ত কর্মকর্তার বরাবরে প্রেরণ করা হয়। কিন্তু তদন্ত কর্মকর্তা কর্তৃক তদন্ত প্রতিবেদন প্রেরণের পূর্বেই চট্টগ্রাম অঞ্চলে ১৯৯১ সনের এপ্রিল মাসে প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড়ে সমুদয় কাগজপত্র বিধৌত হইয়া যাওয়ায় তদন্ত কর্মকর্তা তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করিতে না পারিয়া কর্তৃপক্ষকে জ্ঞাত করেন।

বিষয়টি কর্তৃপক্ষের গোচরে আসিলে পুনরায় তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয় এবং তদন্ত করিয়া তদন্ত রিপোর্ট দাখিল করেন। প্রথম পক্ষ দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত মোতাবেক ঘাটতি মালের মূল্য আদায় করার জন্য তাহার নিকট পত্র প্রেরণ করা হয়। প্রথম পক্ষের বিরুদ্ধে ১৪টি ডেবিট নোট কর্পোরেশনের চাকুরী প্রবিধানমালা অনুযায়ী ইস্যু করা হইয়াছে। প্রথম পক্ষের বিরুদ্ধে যে সকল ডেবিট নোট ইস্যু করা হইয়াছে তাহা করপোরেশনের নিজস্ব প্রবিধানমালা অনুযায়ী ইস্যু করা হইয়াছে। তাই উপরোক্ত অবস্থায় প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা খরচসহ ডিসমিসযোগ্য।

বিচার্য বিষয়ঃ

(১) প্রথম পক্ষ তাহার প্রার্থনা মতে কোন প্রতিকার পাইতে পারেন কি ?

আলোচনা ও সিদ্ধান্তঃ

প্রথম পক্ষ মোঃ সিরাজুল ইসলাম তাহার একমাত্র স্বাক্ষী হিসাবে এই মোকদ্দমায় জবানবন্দি করেন। তিনি তাহার জবানবন্দিতে নিজ মোকদ্দমার বর্ণনা দেন এবং তাহার দাখিলী কাগজপত্র, প্রদর্শনী-১—১৭ সিরিজ প্রমাণ করেন। অপরদিকে দ্বিতীয় পক্ষে জীবন চন্দ্র সাহা কমার্শিয়াল ম্যানেজার এই মোকদ্দমায় জবানবন্দি করেন। তিনি তাহার জবানবন্দিতে দ্বিতীয় পক্ষের মোকদ্দমার বর্ণনা দেন এবং দ্বিতীয় পক্ষের দাখিলী কাগজপত্র, প্রদর্শনী-ক সিরিজ প্রমাণ করেন।

প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা অনুযায়ী তাহার বিরুদ্ধে ইং ২-৬-৯১ তারিখ বাণিজ্যিক বিভাগ হইতে সম্পূর্ণ বে-আইনীভাবে ১৪টি ডেবিট নোট ইস্যু করা হয় টাকা আদায়ের জন্য। উক্ত ডেবিট নোটগুলি দ্বিতীয় পক্ষ ইস্যু করেন নিজেরা দায় হইতে বাঁচিবার জন্য। তা'ছাড়া অভিযোগের কোনরূপ তদন্ত না করিয়াই বে-আইনীভাবে প্রথম পক্ষকে ক্ষতিপূরণ জমা দেওয়ার জন্য ডেবিট নোট ইস্যু করা হয়।

অপরদিকে দ্বিতীয় পক্ষের মোকদ্দমা অনুযায়ী মালামাল ঘাটতির জন্য প্রথম পক্ষই দায়ী এবং আইনানুযায়ী তাহাকে ঘাটতিকৃত মালামালের টাকা জমা দিতে বলা হইয়াছে। আর ১৫,০০০ টাকার নিচে মালামাল ঘাটতি হইলে করপোরেশনের আইনানুযায়ী উহা তদন্তের প্রয়োজন হয় না। ১৫,০০০ টাকার নিচের ঘাটতিকৃত মালামালের জন্য যে তদন্তের প্রয়োজন হয় না সেই সম্পর্কে দ্বিতীয় পক্ষ হইতে সারকুলার দাখিল করা হইয়াছে। ১৫,০০০ টাকার নিচের ঘাটতির মালামালের জন্যও যে তদন্ত কমিটি কর্তৃক তদন্তের প্রয়োজন আছে এমন কোন কিছু প্রথম পক্ষ প্রমাণ করিতে পারেন নাই।

যুক্তিতর্ককালীন সময়ে দ্বিতীয় পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবী বক্তব্য রাখেন যে, প্রথম শ্রম আদালত কর্তৃক একই প্রকৃতির ৮/৯৩ নম্বর আই, আর, ও, মোকদ্দমাটি উভয়পক্ষের পূর্ণ শুনানীতে ডিসমিস করা হইয়াছে।

আর প্রথম পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবী বক্তব্য রাখেন যে, উপরোক্ত মোকদ্দমার সিদ্ধান্ত অত্র আদালতে মোটেও গ্রহণযোগ্য নয়। আমিও বিজ্ঞ-আইনজীবীর সহিত একমত যে, প্রথম শ্রম আদালতের সিদ্ধান্ত দ্বারা বর্তমান মোকদ্দমার সিদ্ধান্ত প্রভাবান্বিত হইতে পারে না। তবে আমি পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি, ১৫,০০০ টাকার নিচের ঘাটতি মালামালের জন্য তদন্ত কমিটি গঠন করিয়া তদন্ত করার প্রয়োজন হয় না। ১৪টি ডেবিট নোট, প্রদর্শনী-৭ সিরিজ হইতে দেখা যায় যে, কোন ডেবিট নোটই ১৫,০০০ টাকার উর্ধে নয়। আর ঘাটতি মালামালের মূল্য আদায় এবং সতর্কীকরণ পত্র, প্রদর্শনী-৯ সিরিজ হইতে দেখা যায় যে, প্রথম পক্ষ কর্তৃক দাখিলকৃত জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় এবং তদন্ত কমিটি সংশ্লিষ্ট ঘাটতির জন্য প্রথম পক্ষকে দোষী সাব্যস্থ করায় প্রথম পক্ষ এবং সংশ্লিষ্ট ঘাটতির সংগে জড়িত অন্যান্য ক্রুদের নিকট হইতে ঘাটতি মালের মূল্য আদায় করার জন্য কর্পোরেশনের আইনানুযায়ী বাণিজ্যিক বিভাগকে প্রয়োজনীয় ডেবিট নোট ইস্যু করিতে বলা হইয়াছে এবং প্রথম পক্ষকে সতর্ক করা হইয়াছে। প্রথম পক্ষ অস্বীকার করেন নাই যে, সাপ্তাহিক রিভিনিউ মিটিং এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ঘাটতি মালামালের মূল্য আদায় করার কোন ক্ষমতা দ্বিতীয় পক্ষ কর্পোরেশনের নাই। তা'ছাড়া প্রথম পক্ষ কর্পোরেশনের এমন কোন সার্ভিস রুলও দেখাইতে পারেন নাই যে, সাপ্তাহিক রেভিনিউ মিটিং এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দ্বিতীয় পক্ষ প্রথম পক্ষ হইতে ঘাটতিকৃত মালামালের মূল্য আদায় করিতে পারেন না।

উপরোক্ত অবস্থায় স্বাক্ষীদের জবানবন্দি এবং দাখিলকৃত কাগজপত্র হইতে দেখা যায় যে, ১৪টি ডেবিট নোট, প্রদর্শনী-৭ সিরিজ সঠিকভাবেই ইস্যুই করা হইয়াছে ঘাটতিকৃত মালামালের মূল্য আদায় করার জন্য। তাই প্রথম পক্ষ এই মোকদ্দমায় কোন প্রতিকার পাইতে পারেন না।

বিজ্ঞ-সদস্যদের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে।

সুতরাং আদেশ হইল যে—

এই মোকদ্দমাটি দোতরফা সূত্রে বিনা খরচায় ডিসমিস হইল।

আবদুর রব মিয়া
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত,
ঢাকা।
তারিখঃ ১৫-৩-৯৫ ইং

অভিযোগ মামলা নং-৩৭/৯২

সফিকুল ইসলাম,
পিতা মোঃ ইউনুস মিয়া,
২৩/২, তোপখানা রোড (৩য় তলা),
ঢাকা-১০০০—প্রথম পক্ষ।

বনাম

ডায়মন্ড ষ্টীল প্রোডাক্টস কোং (প্রাঃ) লিঃ
পক্ষে—উহার ম্যানেজিং ডাইরেক্টর,
৩২/ক, জনসন রোড (লিয়াকত এভেনু)
ঢাকা-১১০০—দ্বিতীয় পক্ষ।

উপস্থিত ঃ আবদুর রব মিয়া, (জেলা ও দায়রা জজ), চেয়ারম্যান।
জনাব কাজী হেদায়েত উল্লাহ, (মালিক পক্ষ) সদস্য।
জনাব মঞ্জুরুল আহসান, (শ্রমিক পক্ষ), সদস্য।

রায়ের তারিখঃ ২৮-৩-৯৫

রায়

ইহা ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫ (খ) ধারার একটি মোকদ্দমা।

সংক্ষেপে প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা এই যে, তিনি দীর্ঘদিন যাবত দ্বিতীয় পক্ষ কোম্পানীর শ্যামপুরস্থ কারখানায় একজন স্থায়ী শ্রমিক হিসাবে কাজ করিয়া আসিতেছিলেন। উক্ত প্রতিষ্ঠানে ডায়মন্ড ষ্টীল প্রোডাক্টস কোং (প্রাঃ) লিঃ শ্রমিক ইউনিয়ন নামে একটি রেজিস্টার্ড ট্রেড ইউনিয়ন আছে (রেজিঃ নং-১৯২৬)। প্রথম পক্ষ উক্ত ইউনিয়নের একজন সক্রীয় সদস্য। প্রথম পক্ষের সক্রিয় অংশ গ্রহণে উপরোক্ত ট্রেড ইউনিয়ন ইং ৯-৬-৯১ তারিখ কর্তৃপক্ষের নিকট একটি ৫ দফা দাবীনামা পেশ করেন। উহাতে কর্তৃপক্ষ ক্রুব্ধ হইয়া প্রথম পক্ষসহ ইউনিয়নের আরও অন্যান্য

নেতৃবৃন্দের উপর চাপ সৃষ্টি করিতে থাকে এবং ভাড়াটে মাস্তান দ্বারা জীবননাশের হুমকি দেয়। উক্ত বিষয়ই ১-৭-৯১ তারিখ ইউনিয়নের পক্ষ হইতে ডেমরা থানাকে অবহিত করা হয়। দ্বিতীয় পক্ষ শ্রমিকদের দাবী মানার পরিবর্তে বহিরাগত মাস্তান দ্বারা ইং ২-৭-৯১ তারিখ শ্রমিকদের উপর আক্রমণ চালায় এবং তাহাদের কারখানা হইতে বাহির করিয়া দেয়। মাস্তানরা ইউনিয়নের কাগজ পত্র লুটপাট করে এবং কতিপয় কাগজে ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দের সই-স্বাক্ষর রাখিয়া ইউনিয়নের সাইনবোর্ডটি ভাঙ্গিয়া ফেলে। উক্ত বিষয় সরকারকে অবহিত করা হয় এবং থানায় জি, ডি করা হয়। যুগ্ম শ্রম পরিচালকের কার্যালয় হইতে ইং ৩-৭-৯১ তারিখের পত্র দ্বারা উপ শ্রম পরিচালক ও নিষ্পত্তিকারক দাবী-দাওয়ার বিষয় ইং ৭-৭-৯১ তারিখ এক সালিশী বৈঠক আহবান করে। কিন্তু মালিক পক্ষ উহাতে যোগদান করেন নাই। উহার পর হইতে প্রথম পক্ষ সহ ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দকে কাজ বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। দ্বিতীয় পক্ষ ইং ১৮-৮-৯১ তারিখ প্রথম পক্ষ এবং অপর কয়েকজন নেতৃবৃন্দকে এক মিথ্যা অভিযোগ পত্র পাঠান। ইং ২৪-৮-৯১ তারিখ প্রথম পক্ষ উক্ত অভিযোগ পত্র পাওয়ার পর যথাসময়ে অভিযোগ অস্বীকার করিয়া জবাব দাখিল করেন। জবাব দ্বিতীয় পক্ষ হাতে হাতে গ্রহণ না করায় উহা রেজিষ্ট্রী ডাকযোগে প্রেরণ করা হয়। প্রথম পক্ষকে জবাব দেওয়ার জন্য পুনরায় তাগিদ পত্র প্রদান করা হইলে তিনি ইং ১৮-৯-৯১ তারিখ রেজিষ্ট্রী ডাকযোগে উহার জবাব দেন এবং কাজে যোগদানের আবেদন জানান। ইং ২১-৯-৯১ তারিখের পত্র দ্বারা প্রথম পক্ষকে ইং ২৯-৯-৯১ তারিখ তদন্তের জন্য প্রধান কার্যালয়ে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেন। কিন্তু প্রথম পক্ষ তদন্তে হাজির হইয়া বিকাল ৫.০০ টা পর্যন্ত অপেক্ষা করিলেও তদন্তের কোন ব্যবস্থা না হওয়ায় চলিয়া আসেন এবং ঐ দিনই দ্বিতীয় পক্ষ বরাবর এক প্রতিবাদ পত্র প্রেরণ করেন। ইং ৯-১০-৯১ তারিখের এক পত্র দ্বারা পুনরায় ইং ১৯-১০-৯১ তারিখ তদন্তে হাজির হওয়ার জন্য প্রথম পক্ষকে নির্দেশ দেওয়া হয়। ধার্য তারিখ প্রথম পক্ষ স্বাক্ষীসহ তদন্তের জন্য হাজির হইয়া কোন তদন্ত কর্মকর্তাকে উপস্থিত না পাইয়া ম্যানেজার কামাল সাহেবের নিকট গেলে তিনি প্রথম পক্ষকে গালাগালি করেন এবং মারধর করার হুমকি দেন। প্রথম পক্ষ ভয়ে চলিয়া আসেন এবং সংগে সংগে ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের নিকট রেজিষ্ট্রী ডাকযোগে এক প্রতিবাদলিপি প্রেরণ করেন ও কাজে যোগদানের অনুমতি চান। পুনরায় জনাব ডি হোসেন তদন্ত কমিটির সভাপতির স্বাক্ষরে একটি পত্র দ্বারা ইং ২৪-১১-৯১ তারিখ প্রথম পক্ষকে তদন্তে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেন। উক্ত তারিখ প্রথম পক্ষ স্বাক্ষীসহ পুনরায় তদন্তে হাজির হন। কিন্তু তদন্ত কমিটির কোন কর্মকর্তা উপস্থিত না হওয়ায় বেলা ১-৩০ মিঃ হইতে ৫-৩০ মিঃ পর্যন্ত অপেক্ষা করিয়া প্রথম পক্ষ ফিরিয়া আসেন এবং ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের বরাবরে সমুদয় ঘটনা বর্ণনা করিয়া রেজিষ্ট্রী ডাকযোগে প্রতিবাদ লিপি প্রেরণ করেন ও কাজে যোগদানের আবেদন করেন। দ্বিতীয় পক্ষ কোন প্রতিকার না করায় প্রথম পক্ষ ইং ৩-১২-৯১ তারিখ বকেয়া মজুরীসহ কাজে যোগদানের অনুমতি প্রার্থনা করিয়া দ্বিতীয় শ্রম আদালতে ১১২/৯১ নম্বর আই. আর. ও. মোকদ্দমা দায়ের করেন। দ্বিতীয় পক্ষ আই. আর. ও মামলা দায়ের করার সংবাদ অবগত হওয়ার পরে তাড়াহুড়া করিয়া ইং ২৪-১২-৯১ তারিখে স্বাক্ষরিত একটি বরখাস্ত পত্র ইং ২৬-১২-৯১ তারিখ রেজিষ্ট্রী ডাকযোগে প্রথম পক্ষের নিকট প্রেরণ করেন। প্রথম পক্ষ

ইং ২৮-১২-৯১ তারিখ বরখাস্ত পত্রটি পাইয়া ইং ৯-১-৯২ তারিখ রেজিস্ট্রী ডাকযোগে দ্বিতীয় পক্ষের নিকট অনুযোগ পত্র প্রেরণ করেন। কিন্তু দ্বিতীয় পক্ষ উহার কোন প্রতিকার করেন নাই। তাই পুনরায় বকেয়া মজুরীসহ পূর্বে পদে পুনর্বহালের প্রার্থনা করিয়া প্রথম পক্ষ অত্র আদালতে মোকদ্দমা দায়ের করিয়াছেন।

প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা অস্বীকার করিয়া লিখিত বর্ণনা দাখিলে দ্বিতীয় পক্ষ এই মোকদ্দমার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

সংক্ষেপে দ্বিতীয় পক্ষের মোকদ্দমা এই যে, মোকদ্দমাটি বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলিতে পারে না। প্রথম পক্ষ ইং ৩-৭-৯১ তারিখ হইতে কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে অনুপস্থিত থাকিবার কারণে প্রথম পক্ষকে কেন চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হইবে না মর্মে পত্র প্রাপ্তির ৭ (সাত) দিনের মধ্যে কারণ দর্শাইতে নির্দেশ দেওয়া হয়। প্রথম পক্ষ জবাব দাখিল করিলেও উহা সন্তোষজনক না হওয়ায় দ্বিতীয় পক্ষ বিষয়টি তদন্তের জন্য প্রথম পক্ষকে ইং ২১-৯-৯১ তারিখ এক পত্রের মাধ্যমে ইং ৩০-৯-৯১ তারিখ বিকাল ২ ঘটিকার সময় তদন্তে উপস্থিত হওয়ার নির্দেশ প্রদান করা হয়। প্রথম পক্ষ তদন্তে উপস্থিত না হইয়া তদন্ত অনুষ্ঠান সম্পর্কে মিথ্যা মন্তব্য সম্বলিত অভিযোগপত্র প্রেরণ করেন। দ্বিতীয় পক্ষ বিষয়টি তদন্তের জন্য পুনরায় ইং ৯-১০-৯১ তারিখে তদন্ত নোটিশ প্রেরণ করেন। কিন্তু প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় তদন্তেও উপস্থিত না হইয়া "প্রহসনমূলক তদন্ত কমিটি প্রসংগে" শিরোনামে আর একটি অভিযোগপত্র পাঠান। তদন্ত কমিটি ৩য়ঃ বারের মত তদন্ত অনুষ্ঠানের জন্য প্রথম পক্ষকে তদন্তে হাজির হওয়ার নির্দেশ প্রদান করে এবং ইং ২৪-১১-৯১ তারিখ তদন্তে উপস্থিত হইতে বলেন। কিন্তু প্রথম পক্ষ এবারও তদন্তে উপস্থিত হন নাই। তাই তদন্ত কমিটি একতরফা নিরপেক্ষ তদন্তপূর্বক অভিযোগ প্রমাণিত হইয়াছে মর্মে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। উক্ত তদন্ত প্রতিবেদন এবং প্রথম পক্ষের পূর্বের চাকুরীর খতিয়ান পর্যালোচনা করিয়া ইং ২৪-১২-৯১ তারিখ প্রথম পক্ষকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করেন। উপরোক্ত অবস্থায় প্রথম পক্ষের মোকদ্দমাটি খরচসহ খারিজযোগ্য।

বিচার্য বিষয়ঃ

(১) প্রথম পক্ষ তাহার প্রার্থনা মতে বা অন্য কোন প্রতিকার পাইতে পারেন কি?

আলোচনা ও সিদ্ধান্তঃ

স্বীকৃতমতে প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষের অধীনে চাকুরীতে নিয়োজিত ছিলেন। ইহাও স্বীকৃত যে, প্রথম পক্ষ বিনা অনুমতিতে কাজে অনুপস্থিত থাকার অভিযোগে তাহার বিরুদ্ধে পর পর তিন বার তদন্তে হাজির হওয়ার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয় এবং ইং ২৪-১২-৯১ তারিখ প্রথম পক্ষকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হয়। প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা অনুযায়ী তিনি ট্রেড ইউনিয়নের সক্রিয় সদস্য থাকিয়া কর্তৃপক্ষের সহিত শ্রমিকদের দাবী-দাওয়া পেশ করার কারণে কর্তৃপক্ষ তাহার প্রতি ক্ষুব্ধ হইয়া তাহাকে ও অন্যান্যদের কারখানা হইতে বাহির করিয়া দেয় এবং পর পর তিনবার তদন্তের জন্য নোটিশ প্রদান করিলেও প্রথম পক্ষ স্বাক্ষীসহ তিনবার উপস্থিত বা হাজির হইয়া কাউকে উপস্থিত না পাওয়ায় ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের নিকট প্রতিবাদলিপি প্রেরণ করেন।

অপরদিকে দ্বিতীয় পক্ষের মোকদ্দমা অনুযায়ী প্রথম পক্ষ বিনা অনুমতিতে তাহার কাজে অনুপস্থিত থাকার কারণে তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করিয়া পর পর তিনবার তদন্তে হাজির হওয়ার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয় এবং প্রথম পক্ষকে নোটিশ প্রদান করা হইলেও

তিনি তদন্তে উপস্থিত হন নাই। তদন্ত কমিটির একতরফাভাবে তদন্তপূর্বক অভিযোগ প্রমাণিত হইয়াছে মর্মে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন এবং উক্ত তদন্ত প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করিয়াই তাহাকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হয়। উভয় পক্ষ তাহাদের সমর্থনে মাত্র একজন করিয়া স্বাক্ষী পরীক্ষা করিয়াছেন। প্রথম পক্ষ নিজে তাহার একমাত্র স্বাক্ষী হিসাবে এই মোকদ্দমায় জবানবন্দি করেন। তিনি তাহার জবানবন্দিতে নিজ মোকদ্দমার বর্ণনা দেন এবং দাখিলী কাগজপত্র প্রমাণ করেন। জেরার সময় তিনি স্বীকার করেন যে, তিনি কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব দিয়াছেন। কিন্তু তদন্তের সময় কেউ তাহার জবানবন্দি নেয়নি এবং জবানবন্দিতে তাহার দস্তখতও নেওয়া হয়নি। তিনি ইহাও স্বীকার করেন যে, তিনি ইউনিয়নের কার্যকরী কমিটির সদস্য ছিলেন না। তিনি আরও স্বীকার করেন যে, তাহাকে তিনবার তদন্ত নোটিশ প্রদান করা হয়। তিনবার তদন্তে উপস্থিত হইয়া তদন্ত স্থলে কাউকে উপস্থিত না পাওয়া সম্পর্কে জেরার সময় তিনি কিছুই বলেন নাই বরং বলিয়াছেন যে তদন্তের সময় কেউ তাহার জবানবন্দি নেয়নি। দ্বিতীয় পক্ষের একমাত্র স্বাক্ষী হিসাবে হিসাব রক্ষণ অফিসার দেলোয়ার হোসেন জবানবন্দি করেন। তিনি তাহার জবানবন্দিতে দ্বিতীয় পক্ষের মোকদ্দমার বর্ণনা দেন এবং দ্বিতীয় পক্ষের দাখিলী কাগজপত্র প্রমাণ করেন। জেরার সময় তিনি স্বীকার করেন যে ইং ৩-৭-৯১ তারিখের পূর্বে প্রথম পক্ষ কাজে উপস্থিত ছিলেন। তিনি আরও স্বীকার করেন যে, কারণ দর্শানো নোটিশে ইং ১-৭-৯১ তারিখ হইতে অনুপস্থিত থাকার কথা ঠিক নয় এবং উহা ভুল করিয়া লেখা হইয়াছিল। তিনি আরও স্বীকার করেন যে, তদন্ত কমিটি একবারই গঠন করা হইয়াছিল। তিনি আরও স্বীকার করেন যে, প্রদর্শনী-গত ১-৭-৯১ তারিখের স্থলে ৩-৭-৯১ তারিখ লেখা হইয়াছিল।

যুক্তিতর্ককালীন সময় প্রথম পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবী বক্তব্য রাখেন যে, প্রদর্শনী-২এ ইং ১-৭-৯১ তারিখ বিনা অনুমতিতে কাজে অনুপস্থিত থাকার কথা বলা হইয়াছে। তিনি আরও বক্তব্য রাখেন যে, বরখাস্তের আদেশের পূর্বে প্রথম পক্ষ ১১২/৯১ নম্বর আই. আর, ও, মোকদ্দমা দাখিল করিয়াছিলেন অভিযোগ বাতিলপূর্বক কাজে যোগদানের অনুমতির প্রার্থনা করিয়া। অপরদিকে দ্বিতীয় পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবী বক্তব্য রাখেন যে, প্রকৃতপক্ষে, ২য়ঃ ও ৩য়ঃ কারণ দর্শানো নোটিশ প্রথম কারণ দর্শানো নোটিশের তাগিদ (রিমাইন্ডার'স)। আর উক্ত প্রথম কারণ দর্শানো নোটিশে ভুলক্রমে যে ১-৭-৯১ তারিখ হইতে অনুপস্থিত থাকার কথা বলা হইয়াছে উহা সংশোধন করিয়া ২য়ঃ এ ৩য়ঃ কারণ দর্শানো নোটিশে ৩-৭-৯১ তারিখ বে-আইনীভাবে অনুপস্থিত থাকার কথা বলা হইয়াছে। বিজ্ঞ-আইনজীবী আরও বক্তব্য রাখেন যে, মোট ৪ জন শ্রমিককে ডিসমিস করা হইয়াছে একই অপরাধের জন্য এবং তাহাদের মধ্যে ৩ জনকে মিমাংসা সূত্রে কিছু আর্থিক সুবিধা প্রদান করা হইয়াছে। আর পর পর তিনবার নোটিশ প্রদান করা হইলেও প্রথম পক্ষ উপস্থিত না হওয়ার কারণে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে একতরফা তদন্ত হইয়াছে এবং উক্ত তদন্তের উপর ভিত্তি করিয়া প্রথম পক্ষকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হইয়াছে। বিজ্ঞ-আইনজীবী আরও বক্তব্য রাখেন যে, পক্ষদ্বয়ের মধ্যে সম্পর্ক অত্যন্ত খারাপ হওয়ায় প্রথম পক্ষকে কাজে পুনর্বহাল করা হইলেও তাহার নিকট হইতে ভাল কোন কাজ আশা করা যায় না। যাহা হউক প্রথম পক্ষকে কর্মস্থল হইতে জোরপূর্বক বাহির করিয়া দেওয়া এবং তিনি তিনবার তদন্তে হাজির হইয়াও তদন্ত কমিটির কাউকে উপস্থিত না পাওয়ায় প্রমাণ করার সম্পূর্ণ দায়িত্ব প্রথম পক্ষের উপর ন্যস্ত। কিন্তু প্রথম পক্ষ তাহার মোকদ্দমার সমর্থনে আর কোন স্বাক্ষী হাজির করিতে পারেন নাই। আমি পূর্বে আলোচনা করিয়াছি যে, প্রথম পক্ষ তাহার একমাত্র স্বাক্ষী হিসাবে শুধু নিজ মোকদ্দমার বর্ণনা দিয়াছেন এবং তাহার দাখিলী কাগজপত্র, প্রদর্শনী-১—১১(ক) প্রমাণ করিয়াছেন। অপরদিকে পর পর তিনবার তদন্ত নোটিশ পাওয়া সত্ত্বেও প্রথম পক্ষের তদন্তে উপস্থিত না হওয়ার কি কারণ থাকিতে পারে তাহাও বোধগম্য নহে। তা'ছাড়া স্বীকৃতমতে প্রথম পক্ষ কাজে যোগদানের প্রার্থনা করিয়া ১১২/৯১ নম্বর আই. আর, ও, মোকদ্দমা দাখিল করিয়াছিলেন। যদি ইচ্ছাকৃতভাবে প্রথম পক্ষ কাজে

যোগদান না করিতেন তবে উক্ত আই, আর, ও, মোকদ্দমা দাখিল করারও কোন কারণ থাকিতে পারে না।

বিজ্ঞ-সদস্যদের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে। শ্রমিক পক্ষের সদস্য প্রথম পক্ষকে বকেয়া বেতনসহ কাজে পুনর্বহালের জন্য লিখিত মতামত দাখিল করিয়াছেন। অপরদিকে মালিক পক্ষের বিজ্ঞ-সদস্য মোকদ্দমাটি খারিজ না করিয়া অবস্থা বিবেচনায় প্রথম পক্ষকে টারমিনেশন বেনিফিট প্রদান করার জন্য লিখিত মতামত দাখিল করিয়াছেন।

আমি পূর্বে আলোচনা করিয়াছি যে, প্রথম পক্ষ তাহার নিজ মোকদ্দমা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করিতে পারেন নাই। তাই তাহার কাজে পুনর্বহালের প্রার্থনা মঞ্জুর করার কোন সুযোগ নাই। তবে স্বীকৃতমতে একই অভিযোগে ৪ জন শ্রমিককে ডিসমিস করা হইয়াছিল এবং উহাদের মধ্যে কর্তৃপক্ষ মিমাংসা সূত্রের তিন জনকে কিছু আর্থিক সুবিধা প্রদান করিয়াছেন। দ্বিতীয় পক্ষের আনীত অভিযোগ মতে প্রথম পক্ষ বিনা অনুমতিতে কাজে অনুপস্থিত ছিলেন। শুধু উপরোক্ত অভিযোগে তাহাকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করার আদেশটিও অত্যন্ত কঠোর হইয়াছে। তাই সার্বিক অবস্থা এবং বিজ্ঞ-সদস্যদের মতামত বিবেচনা করিয়া প্রথম পক্ষের ডিসমিসের বা বরখাস্তের আদেশটি টারমিনেশন আদেশে রূপান্তরিত করিয়া প্রথম পক্ষকে কিছু আর্থিক সুবিধা প্রদান করা যাইতে পারে।

সুতরাং আদেশ হইল যে—

এই মোকদ্দমাটি দোতরফা সূত্রে বিনা খরচায় আংশিক মঞ্জুর হইল। দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক প্রথম পক্ষকে ইং ২৪-১১-৯১ তারিখের বরখাস্তের আদেশটি টারমিনেশন আদেশে রূপান্তরিত করিয়া প্রথম পক্ষকে অদ্য হইতে ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে টারমিনেশনের যাবতীয় সুযোগ সুবিধা প্রদান করার জন্য দ্বিতীয় পক্ষকে নির্দেশ প্রদান করা হইল।

আবদুর রব মিয়া
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত,
ঢাকা।
তারিখঃ ২৮-৩-৯৫ ইং

অভিযোগ মামলা নং-৩৬/৯৩

মোঃ আবু সোলায়মান মিয়া,
পিতা মৃত নাছির উদ্দিন আকন্দ,
সাং বাজিতপুর, থানা পীরগঞ্জ,
জেলাঃ রংপুর—প্রথম পক্ষ।

বনাম

(১) মহা ব্যবস্থাপক,
তাবানী বেভারেজ কোং লিঃ,
৪৭৪, চিড়িয়াখানা রোড,
মিরপুর-১, ঢাকা।

(২) ব্যবস্থাপক, (প্রশাসন),
তাবানী বেভারেজ কোং লিঃ,
৪৭৪, চিড়িয়াখানা রোড,
মিরপুর-১, ঢাকা।

(৩) বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাষ্ট,
৮৮, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা,
স্বাধীনতা ভবন, ঢাকা এর পক্ষে—
ব্যবস্থাপনা পরিচালক।

(৪) সচিব,
বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাষ্ট,
৮৮, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা,
স্বাধীনতা ভবন, ঢাকা—দ্বিতীয় পক্ষগণ।

উপস্থিত : আবদুর রব মিয়া, (জেলা ও দায়রা জজ), চেয়ারম্যান।
জনাব কাজী মোঃ খোরশেদ আলী (মালিক পক্ষ) সদস্য।
জনাব এস, এস, খালেক (শ্রমিক পক্ষ), সদস্য।

রায়ের তারিখ : ৩০-৩-৯৫

রায়

ইহা ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫(খ) ধারার একটি মোকদ্দমা।

সংক্ষেপে প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা এই যে, প্রথম পক্ষ বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাষ্টের একটি প্রতিষ্ঠান হাই সন্স গ্রুপ অব ইন্ডাষ্ট্রিজ, টংগী, ঢাকায় ইং ১-৬-৭৫ তারিখ হিসাব করণিক হিসাবে যোগদান করিয়া ইং ১-৮-৮৬ তারিখ কোষাধ্যক্ষ হিসাবে পদোন্নতি পান। প্রথম পক্ষ ইং ৩১-৫-৮৮ তারিখ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাষ্টের একটি প্রতিষ্ঠান তাবানী বেভারেজ কোম্পানী লিঃ বগুড়া ডিপোতে কোষাধ্যক্ষ হিসাবে যোগদান করেন এবং ইং ২৭-১-৯০ তারিখ বগুড়া হইতে তাবানী বেভারেজ কোং লিঃ, মিরপুর শাখায় কোষাধ্যক্ষ হিসাবে বদলী হন এবং সেখানে সততা ও দক্ষতার সহিত কাজ করিয়া আসিতেছেন। প্রথম পক্ষের সর্বশেষ মাসিক মূল বেতন ছিল ১৪২০ টাকাসহ সর্বমোট ২৭২০ টাকা। ইং ১-১১-৯০ তারিখ একটি মিথ্যা অভিযোগ আনয়ন করিয়া প্রথম পক্ষকে দ্বিতীয় পক্ষ সাময়িকভাবে বরখাস্ত করেন এবং একই তারিখ মিরপুর থানায় প্রথম পক্ষের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মোকদ্দমা দায়ের করিয়া তাহাকে পুলিশের নিকট হস্তান্তর করা হইলে সেখান হইতে হাজতে প্রেরণ করা হয়। তিনি পরে জামিনে মুক্তি লাভ করেন। ইং ১২-৪-৯১ তারিখ উক্ত মোকদ্দমার চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল করিলে ইং ২০-৪-৯১ তারিখ বিজ্ঞ সি, এম, এম, আদালত প্রথম পক্ষকে মোকদ্দমা হইতে খালাস দেন। দ্বিতীয় পক্ষগণ ইং ২১-৮-৯১, ১১-১-৯২, ১৫-১-৯২, ১২-২-৯২ ও ৮-১০-৯২ তারিখের পত্র দ্বারা প্রথম পক্ষকে তদন্ত কর্মকর্তার নিকট হাজির হইবার নির্দেশ প্রদান করিলে তিনি হাজির হইয়া জবাব প্রদান করেন। ৪ সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি নিয়োজিত হইলেও প্রথম পক্ষের বিরুদ্ধে ক্যাশ থেকে টাকা চুরির অভিযোগ তদন্তে প্রমাণিত হয় নাই এবং সেই মর্মে কোন তদন্ত প্রতিবেদনও দাখিল করা হয় নাই। দ্বিতীয় পক্ষের অপর একটি দুই সদস্য বিশিষ্ট

তদন্ত কমিটি প্রথম পক্ষের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ প্রমাণ করিতে পারেন নাই। দ্বিতীয় পক্ষগণ কর্তৃক প্রথম পক্ষকে সাময়িকভাবে বরখাস্তের প্রায় ১৪ মাস পর ইং ২৯-১২-৯১ তারিখ অভিযোগ আনয়ন করা হয়। প্রথম পক্ষ ইং ৫-১-৯২ তারিখ লিখিত জবাব প্রদান করেন। প্রথম পক্ষের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় তিনি সাময়িকভাবে বরখাস্ত আদেশ প্রত্যাহারপূর্বক পূর্ব পদে চাকুরীতে পুনর্বহালের নিমিত্ত ইং ১৬-৭-৯১, ২৪-৯-৯১, ১০-১১-৯১, ৯-৮-৯১ এবং ১৩-১-৯৩ তারিখ দ্বিতীয় পক্ষের নিকট আবেদন করিলেও দ্বিতীয় পক্ষগণ কোন জবাব প্রদান করেন নাই। তাই প্রথম পক্ষ বাধ্য হইয়া অত্র আদালতে ৯/৯৩ নম্বর আই, আর, ও, মোকদ্দমা দায়ের করেন। উক্ত মোকদ্দমা দায়ের করায় প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা হিসাবে দ্বিতীয় পক্ষ ইং ৯-৩-৯৩ তারিখ প্রথম পক্ষকে বে-আইনীভাবে চাকুরী হইতে অপসারণ করেন। জনাব মোঃ মোখলেছুর রহমান, মহাব্যবস্থাপক, শ্রী লক্ষী নারায়ণ দাস বিশ্বাসকে সদস্য সচিব নিয়োগ করিয়া যে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয় সেই তদন্ত কমিটির সম্মুখে প্রথম পক্ষ উপস্থিত হইয়া কোন বক্তব্য পেশ করেন নাই এবং প্রথম পক্ষের উপস্থিতিতে কোন স্বাক্ষী পরীক্ষা করা হয় নাই ও প্রথম পক্ষকে আত্মপক্ষ সমর্থনের কোন সুযোগ দেওয়া হয় নাই। তাই উক্ত তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন নিরপেক্ষ নয় এবং পক্ষপাত দোষে দোষিত। প্রথম পক্ষকে সরল অপসারণের নামে বরখাস্ত করা হইয়াছে। প্রথম পক্ষ অপসারণ আদেশটি ইং ১২-৪-৯৩ তারিখ তাবানী বেভারেজ কোং লিঃ মিরপুর হইতে পান এবং ১৫-৪-৯৩ তারিখ রেজিষ্ট্রী ডাকযোগে অনুযোগ পত্র প্রেরণ করেন। অনুযোগ পত্র পাওয়ার পরেও প্রথম পক্ষকে চাকুরীতে পুনর্বহাল না করার কারণে প্রথম পক্ষকে বকেয়া বেতনসহ চাকুরীতে পুনর্বহালের নিমিত্ত এই মোকদ্দমা দায়ের করা হয়।

প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা অস্বীকার করিয়া লিখিত বর্ণনা দাখিলে দ্বিতীয় পক্ষ এই মোকদ্দমায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

সংক্ষেপে দ্বিতীয় পক্ষের মোকদ্দমা এই যে, প্রথম পক্ষের মোকদ্দমাটি আইনতঃ চলিতে পারে না এবং তামাদি দোষে বারিত। প্রথম পক্ষকে চাকুরী হইতে অপসারণের পর পরই তিনি অপসারণের পত্র পান এবং ১২-৪-৯৩ তারিখ অপসারণের পত্র পাওয়ার কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা। প্রথম পক্ষ তাবানী বেভারেজ কোং লিঃ-এ ক্যাশিয়ার হিসাবে কর্মরত থাকাকালীন ইং ৩১-১০-৯০ তারিখ তাহার এবং তাহার সহকাশিয়ার মোঃ মজিবুল হকের তত্ত্বাবধানে ২,৪০, ৯৭০ (দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার নয় শত সত্তর টাকা) টাকা কম পাওয়া যায়। উক্ত বিষয় তদন্ত হইলে তিনি তদন্ত কমিটির সম্মুখে স্বীকার করেন যে, তাহাদের অফিস সময় সকাল ৮-৩০ মিঃ হইতে বিকাল ৪-০০ টা পর্যন্ত হইলেও ঘটনার দিন তিনি বিকাল ৬-৩০ মিঃ পর্যন্ত অফিসে ছিলেন। তিনি আরও স্বীকার করেন যে, ক্যাশরুমের সিন্দুকের দুইটি চাবি তাহার হেফাজতে ছিল এবং ঐ দুইটির একটি কাশ রুমের সিন্দুকের ভিতরেই রাখিয়াছেন। ডুপ্লিকেট চাবি সিন্দুকের ভিতরে রাখার কারণ তিনি ব্যাখ্যা করিতে পারেন নাই। তদন্ত কমিটি এই মর্মে রিপোর্ট প্রদান করেন যে, ২,৪০,৯৭০ টাকা কোম্পানীর দুইজন ক্যাশিয়ার জনাব মোঃ মজিবুল হক এবং এই মামলার প্রথম পক্ষ মোঃ আবু সোলায়মানের কাষ্টডি হইতে কম পাওয়া যায় এবং তাহারাই উক্ত টাকা টাকা আত্মসাৎ করিয়াছেন। এমতাবস্থায় তাহাদের চাকুরী হইতে বরখাস্ত করার প্রয়োজন থাকিলেও তাহা না করিয়া তাহাদের চাকুরী হইতে অপসারণ করিয়াছেন। প্রথম পক্ষের উপস্থিতিতে স্বাক্ষী গ্রহন না করার কারণে দ্বিতীয় পক্ষ ১ম দুইটি তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন গ্রহণ করেন নাই। সর্বশেষ তদন্ত কমিটি প্রথম পক্ষের উপস্থিতিতে নিরপেক্ষ এবং আইনানুযায়ী তদন্তপূর্বক

অভিযোগ প্রমাণিত হইয়াছে মর্মে প্রতিবেদন দাখিল করিলে উক্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতেই প্রথম পক্ষকে চাকুরী হইতে অপসারণ করা হয় যদিও তাহাকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা উচিত ছিল। শুধু মানবিক কারণে প্রথম পক্ষকে বরখাস্ত না করিয়া চাকুরী হইতে অপসারণ করা হইয়াছে। তদন্তে প্রথম পক্ষকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সমস্ত সুযোগ প্রদান করা হইয়াছে। উপরোক্ত অবস্থায় প্রথম পক্ষের মোকদ্দমাটি খরচসহ ডিসমিস যোগ্য।

বিচার্য বিষয়:

(১) মোকদ্দমাটি তামাদি দোষে বারিত কি ?

(২) প্রথম পক্ষ তাহার প্রার্থনা মতে বা অন্য কোন প্রতিকার পাইতে পারেন কি ?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত:

বিচার্য বিষয় ১ ও ২:

আলোচনার সুবিধার্থে বিচার্য বিষয় দুইটি একত্রে লওয়া হইল। স্বীকৃত মতে প্রথম পক্ষ তাহার ইং ১-১১-৯০ তারিখ সাময়িক বরখাস্ত আদেশ প্রত্যাহারের জন্য অত্র আদালতে ৯/৯৩ নম্বর আই, আর, ও, মোকদ্দমা দায়ের করেন। কিন্তু অত্র মোকদ্দমা দায়েরের পরে প্রথম পক্ষ ইং ৯-৩-৯৩ তারিখ অপসারণ করা হইলে তিনি বকেয়া বেতনসহ চাকুরীতে পুনর্বহালের জন্য অত্র মোকদ্দমা দায়ের করেন। ইহাও স্বীকৃত যে, অত্র মোকদ্দমা দায়েরের পরে আই, আর, ও, মোকদ্দমা চালাইবার প্রয়োজন না থাকায় উহা সেইভাবে নিষ্পত্তি করা হয়। প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা অনুযায়ী তিনি ইং ৯-৩-৯৩ তারিখের অপসারণের আদেশটি ১২-৪-৯৩ তারিখ প্রাপ্ত হইয়া ইং ১৫-৪-৯৩ তারিখ রেজিষ্ট্রী ডাকযোগে অনুযোগ পত্র প্রেরণ করেন ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫(ক) ধারার বিধান মতে। ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫(ক) ধারার বিধান মতে অনুযোগের কারণ উদ্ভব হওয়ার ১৫ দিনের মধ্যে লিখিতভাবে রেজিষ্ট্রীকৃত ডাকযোগে অনুযোগ পত্র মালিকের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে এবং মালিক উহা প্রাপ্তির ১৫ দিনের মধ্যে বিষয়টি অনুসন্ধান পূর্বক লিখিতভাবে তাঁহার সিদ্ধান্ত শ্রমিককে জানাইয়া দিবেন। স্বীকৃতমতে ইং ৯-৩-৯৩ তারিখের আদেশ, প্রদর্শনী ক্ষারা প্রথম পক্ষকে চাকুরী হইতে অপসারণ করবে। প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা অনুযায়ী তিনি ইং ১২-৪-৯৩ তারিখ উক্ত আদেশটি প্রাপ্ত হন। তিনি যে উক্ত আদেশটি ইং ১২-৪-৯৩ তারিখ প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহা প্রমাণের দায়িত্ব প্রথম পক্ষের উপর ন্যস্ত।

প্রথম পক্ষ মোঃ আবু সোলায়মান মিয়া তাহার একমাত্র স্বাক্ষী হিসাবে এই মোকদ্দমার জবানবন্দি করেন। তিনি তাহার জবানবন্দিতে নিজ মোকদ্দমার বর্ণনা দেন। তিনি তাহার জবানবন্দিতে অপসারণের পত্র ইং ১২-৪-৯৩ তারিখ পাওয়ার কথা বলিলেও তাহার বক্তব্যের সমর্থনে আর কোন স্বাক্ষী হাজির করিতে পারেন নাই।

অপর দিকে দ্বিতীয় পক্ষ হইতে জেরার সময় তাহাকে নির্দিষ্টভাবে সাজেশন দেওয়া হয় যে ইং ১৪-৩-৯৩ তারিখ তিনি গেটম্যানের নিকট হইতে বরখাস্ত পত্র গ্রহণ করিয়াছেন। উক্ত বিষয় তিনি অস্বীকার করেন। তাছাড়া তিনি বরখাস্ত আদেশটি কিভাবে ইং ১২-৪-৯৩ তারিখ পাইয়াছেন সেই মর্মেও তাহার আরজি এবং জবানবন্দিতে কোন কিছু বলেন নাই। তাই দেখা যায় যে, তিনি নির্দিষ্ট সময়ের অনেক পরে রেজিষ্ট্রী ডাকযোগে ইং ১৫-৪-৯৩ তারিখ অনুযোগ পত্র প্রেরণ করিয়াছেন বিধায় মোকদ্দমাটি তামাদি দোষে বারিত।

স্বীকৃতমতে প্রথম পক্ষের বিরুদ্ধে থানার যে ফৌজদারী মোকদ্দমা হইয়াছিল পুলিশ তদন্ত শেষে সেই মোকদ্দমায় চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল করেন। যদিও প্রথম পক্ষ তাহার আরজীতে উল্লেখ করিয়াছেন যে, পুলিশ কর্তৃক চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিলের পরে বিজ্ঞ সি, এম, এম আদালত প্রথম পক্ষকে ফৌজদারী মামলা হইতে বেকসুর খালাস প্রদান করেন। কিন্তু চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিলের পরে আদালত আসামীকে ডিসচার্জ করিয়াছেন। স্বাক্ষী প্রমাণে মোকদ্দমাটি প্রমাণিত না হইলেই শুধু বেকসুর খালাসের প্রশ্ন আসে। ফৌজদারী মোকদ্দমায় ডিসচার্জ করা হইলেও বিভাগীয় তদন্ত পূর্বক তাহার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করার কোন বাধা নাই। প্রথম পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবী বক্তব্য রাখেন যে, প্রথম এবং দ্বিতীয় তদন্তে অভিযোগ প্রমাণিত হয় নাই এবং শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ১৮(২) ধারার বিধান মতে ডিসমিসের আদেশটি বে-আইনী হইয়াছে।

অপর দিকে যুক্তিতর্ককালীন সময় দ্বিতীয় পক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবী অনুপস্থিত ছিলেন। এই মোকদ্দমাটি অপসারণের আদেশের বিরুদ্ধে দায়ের করা হইয়াছে বিধায় এবং সাময়িক বরখাস্তের আদেশের বিরুদ্ধে না হওয়ায় শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ১৮(২) ধারার বিধান বর্তমান মোকদ্দমার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে।

দ্বিতীয় পক্ষের মোকদ্দমা অনুযায়ী প্রথম তদন্ত দুইটি ত্রুটিপূর্ণ ছিল বিধায় প্রথম পক্ষের বিরুদ্ধে সর্বশেষ শক্তিশালী তদন্ত কমিটি গঠন করিয়া ঘটনার সঠিক ও নিরপেক্ষ তদন্ত করা হয় এবং তদন্তে অভিযোগ প্রমাণিত হইলে মানবিক কারণে অভিযুক্তকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত না করিয়া অপসারণ করা হয়। দ্বিতীয় পক্ষের মোকদ্দমা অনুযায়ী প্রথম পক্ষ তদন্ত কমিটির নিকট স্বীকার করেন যে তাহাদের অফিস সময় সকাল ৮·৩০ মিঃ হইতে ৪·০০ পর্যন্ত হইলেও ঘটনার দিন অর্থাৎ ৩১-১০-৯০ তারিখ তিনি বিকাল ৬·৩০ মিঃ পর্যন্ত অফিসে ছিলেন। তিনি আরও স্বীকার করেন যে, ক্যাশরুমের দুইটি চাবি তাহার হেফাজতে ছিল এবং ঐ দুইটির একটি তিনি ক্যাশরুমের সিন্ধুকের ভিতরেই রাখিয়াছিলেন।। উক্ত বিষয় প্রথম পক্ষ সম্পূর্ণ অস্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু তদন্ত প্রতিবেদন এবং তদন্ত বিবরণীতে দেখা যায় যে, প্রথম পক্ষকে তদন্ত কমিটি কর্তৃক জিজ্ঞাসাবাদ করার সময় তিনি উপেরাক্ত বিষয় স্বীকার করিয়াছেন। সর্বশেষ তদন্ত কমিটি প্রথম পক্ষের স্বীকারোক্তি মিথ্যাভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন এমন কোন প্রমাণ নথিতে নাই। তাছাড়া একটি প্রতিষ্ঠানের মহাব্যবস্থাপককে সভাপতি করিয়া যে তদন্ত কমিটি গঠন করা হইয়াছে সেই কমিটির সদস্যগণ কর্তৃক মিথ্যাভাবে প্রথম পক্ষের স্বীকারোক্তি লিপিবদ্ধ করার বিষয় ও বিশ্বাসযোগ্য নয় আর তদন্ত প্রতিবেদন এবং তদন্ত বিবরণী, প্রদর্শনী-ক ও খ পর্যালোচনা করিয়া সেখানে বে-আইনীর কিছু দেখা যায় না। ঘটনার দিন বিকাল ৪ টার পরিবর্তে ৬·৩০ মিঃ পর্যন্ত অফিসে থাকার এবং ক্যাশরুমের সিন্ধুকের দুইটি চাবির একটি চাবি (ডুপ্লিকেট চাবি) সিন্ধুকের ভিতরে রাখার যুক্তিসংগত কারণ থাকিতে পারে না। তাই উপরের আলোচনার আলোকে দেখা যায় যে, প্রথম পক্ষের বিরুদ্ধে সর্বশেষ যে তদন্ত হইয়াছে উহা সঠিকভাবেই হইয়াছে এবং উক্ত তদন্ত রিপোর্টে প্রথম পক্ষসহ দুইজন ক্যাশিয়ার কর্তৃক টাকা আত্মসাত করিয়াছেন মর্মে উল্লেখ করায় দ্বিতীয় পক্ষ উহার ভিত্তিতে প্রথম পক্ষসহ দুইজন ক্যাশিয়ারকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করিয়াছেন। উক্ত বরখাস্ত আদেশে বে-আইনীর কিছু দেখি না।

বিজ্ঞ সদস্যদের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে।

অতএব উপরের আলোচনার আলোকে মোকদ্দমাটি তামাদি দোষে বারিত এবং প্রথম পক্ষ তাহার মোকদ্দমা প্রমাণ করিতে না পারায় তিনি কোন প্রতিকার পাইতে পারেন না।

সুতরাং আদেশ হইল যে—

এই মোকদ্দমাটি বিনা খরচায় দোতরফা সূত্রে ডিসমিস হইল।

আবদুর রব মিয়া
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত,
ঢাকা।
তারিখঃ ৩০-৩-৯৫ ইং

আই, আর, ও, মামলা নং ৩৪/১৯৯০

ফিরোজ আহমেদ, গুদাম রক্ষক,
রূপালী ব্যাংক লিঃ,
এস, কে, রোড শাখা,
নারায়ণগঞ্জ।

..................প্রথম পক্ষ।

বনাম

(১) সহকারী মহাব্যবস্থাপক,
রূপালী ব্যাংক লিঃ,
এস, কে, রোড শাখা,
নারায়ণগঞ্জ।

(২) ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
রূপালী ব্যাংক লিঃ,
প্রধান কার্যালয়,
৩৪, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা,
ঢাকা।

..................দ্বিতীয় পক্ষগণ।

উপস্থিত : আবদুর রব মিয়া (জেলা ও দায়রা জজ), চেয়ারম্যান।
জনাব আনোয়ারুল আফজাল সদস্য (মালিক পক্ষ)।
জনাব মামুনুর রশিদ চৌধুরী, সদস্য (শ্রমিক পক্ষ)।

রায়ের তারিখ : ৬-৪-১৯৯৫

রায়

ইহা ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারার একটি মোকদ্দমা।

সংক্ষেপে প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা এই যে, প্রথম পক্ষ তৎকালীন সহকারী ব্যবস্থাপক কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত হইয়া দ্বিতীয় পক্ষগণের অধীনে গুদাম রক্ষক হিসাবে কাজ করিয়া আসিতেছিল। কিন্তু প্রথম পক্ষ আইনানুযায়ী স্থায়ী শ্রমিক হওয়া সত্ত্বেও দ্বিতীয় পক্ষগণ আইনের বিধান লংঘন করিয়া প্রথম পক্ষকে স্থায়ী শ্রমিকের সুযোগ সুবিধা প্রদান করিতেছেন না। প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষগণের নির্দেশে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন গুদামে কাজ করেন এবং গুদামে কাজ না থাকিলে ব্যাংকে বিভিন্ন কাজ করেন। প্রথম পক্ষের কাজের জন্য দ্বিতীয় পক্ষের নিকট জবাবদিহী করিতে হয়। প্রথম পক্ষ স্থায়ী গুদাম রক্ষকের ন্যায়১৯৮৩ সালে ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ম্যান সিকিউরিটি প্রদান করিয়াছেন। প্রথর পক্ষ স্থায়ী শ্রমিকের ন্যায় নৈমিত্তিক ছুটি, অসুস্থতাজনিত ছুটি, বাৎসরিক ছুটি, বাৎসরিক ইনক্রিমেন্ট, বোনাস ইত্যাদি পান। স্থায়ী শ্রমিকের ন্যায় প্রথম পক্ষের বেতন ও ভাতাদি সরাসরি ব্যাংকে প্রথম পক্ষের মাসের হিসাবে জমা করা হয়। প্রথম পক্ষ স্থায়ী শ্রমিক হওয়া সত্ত্বেও তাহাকে প্রভিডেন্ট ফান্ডের সুবিধা এবং পদোন্নতি প্রদান করা হয় নাই। ২নং দ্বিতীয় পক্ষ অস্থায়ী গুদাম রক্ষকদের স্থায়ী করিবেন মর্মে ১৯৯১ সনে সিবিএ এর সহিত এক চুক্তি করেন। কিন্তু দ্বিতীয় পক্ষ উক্ত চুক্তি মোতাবেক প্রথম পক্ষকে স্থায়ী গুদাম রক্ষকের সমস্ত সুযোগ সুবিধা প্রদান করিতেছেন না। প্রথম পক্ষকে স্থায়ী শ্রমিকের সকল সুযোগ সুবিধা প্রদান করার জন্য দ্বিতীয় পক্ষের নিকট বার বার অনুরোধ করিলেও দ্বিতীয় পক্ষ উক্ত অনুরোধে সাড়া প্রদান করেন নাই। তাই প্রথম পক্ষকে ইং ২৩-১০-৮১ তারিখ হইতে স্থায়ী শ্রমিকের সকল প্রকার সুযোগ সুবিধা পাওয়ার আদেশ প্রদানের জন্য প্রথম পক্ষ এই মোকদ্দমা দায়ের করেন।

প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা অস্বীকার করিয়া লিখিত বর্ণনা দাখিলে দ্বিতীয় পক্ষ এই মোকদ্দমায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

সংক্ষেপে দ্বিতীয় পক্ষের মোকদ্দমা এই যে, প্রথম পক্ষের এই মোকদ্দমা আইনতঃ চলিতে পারে না এবং প্রথম পক্ষের এই মোকদ্দমা দায়ের করার কোন লোকাসস্ট্যান্ডি নাই। প্রথম পক্ষকে অস্থায়ীভাবে ইং ২৭-১০-৮২ তারিখ নিয়োগ করা হয় এবং ইং ৩০-৪-৮৭ তারিখ তাহার চাকুরী অবসান (টারমিনেট) করা হয়। পরবর্তীতে ইং ১-৯-৮৭ তারিখ প্রথম পক্ষকে মেসার্স মজিদ জুট বেলিং, নারায়ণগঞ্জ কর্তৃক অস্থায়ীভাবে গুদাম রক্ষক হিসাবে নিয়োগদান করা হয়। তাই ইং ১-৫-৮৭ তারিখ হইতে প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষের কোন কর্মচারী নহে। এমতাবস্থায় অত্র মোকদ্দমাটি আইনতঃ চলিতে পারে না এবং খরচসহ ডিসমিস যোগ্য।

বিচার্য বিষয় :

(১) মোকদ্দমাটি বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলিতে পারে কি?

(২) প্রথম পক্ষ তাহার প্রার্থনা মতে কোন প্রতিকার পাইতে পারেন কি?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত :

আলোচনার সুবিধার্থে বিচার্য বিষয় দুইটি একত্রে লওয়া হইল। স্বীকৃত মতে প্রথম পক্ষকে রূপালী ব্যাংকের নারায়ণগঞ্জ এস, কে, রোড শাখার ব্যবস্থাপক কর্তৃক ইং ২৩-১০-৮১

তারিখের নিয়োগপত্র, প্রদর্শনী-১ দ্বারা অস্থায়ী গুদাম রক্ষক হিসাবে নিয়োগদান করা হয় এবং দ্বিতীয় পক্ষের মোকদ্দমা অনুযায়ী তিনি ইং ৩০-৪-৮৭ তারিখ পর্যন্ত উক্ত পদে বহাল থাকেন এবং ঐ দিনই বরখাস্ত পত্র, প্রদর্শনী-খ দ্বারা তাহাকে চাকুরী হইতে অব্যাহতি দেওয়া হয়। প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা অনুযায়ী তিনি তাহার নিয়োগদানের তারিখ হইতে দ্বিতীয় পক্ষের অধীন কাজ করিয়া আসিতেছেন এবং দ্বিতীয় পক্ষের নির্দেশেই বিভিন্ন সময় বিভিন্ন গুদামে কাজ করিতেছেন এবং গুদামে কাজ না থাকিলে তাঁহার দ্বারা ব্যাংকের কাজ করানো হয়। তাই শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ৪ ধারার বিধান মোতাবেক তিনি একজন স্থায়ী শ্রমিক হওয়া সত্ত্বেও তাহাকে প্রভিডেন্ট ফান্ডের সুবিধা এবং পদোন্নতি প্রদান করা হয় নাই যদিও তাঁহাকে স্থায়ী শ্রমিকের ন্যায় অন্যান্য সুযোগ সুবিধা প্রদান করা হয়। অপর দিকে দ্বিতীয় পক্ষের মোকদ্দমা অনুযায়ী ইং ৩০-৪-৮৭ তারিখ প্রথম পক্ষের চাকুরী টারমিনেট করা হয় এবং ইং ১-৯-৮৭ তারিখ প্রথম পক্ষকে মেসার্স মজিদ জুট বেলিং নারায়ণগঞ্জ কর্তৃক নিয়োগপত্র, প্রদর্শনী-ক দ্বারা নিয়োগদান করা হয় এবং তখন হইতেই তিনি মেসার্স মজিদ জুট বেলিং এর কর্মচারী হিসাবে কাজ করিয়া আসিতেছেন। দ্বিতীয় পক্ষের নির্দিষ্ট মোকদ্দমা এই যে, ইং ৩০-৪-৮৭ তারিখের পর হইতে প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষের কর্মচারী নহেন। প্রথম পক্ষ তাঁহার একমাত্র স্বাক্ষী হিসাবে এই মোকদ্দমায় জবানবন্দি করেন। তিনি তাহার জবানবন্দিতে নিজ মোকদ্দমার বর্ণনা দেন এবং তাহার দাখিলী কাগজপত্র, প্রদর্শনী-১—৪ প্রমাণ করেন। জেরার সময় তিনি স্বীকার করেন যে, তাহাকে ইং ২৭-১০-৮২ তারিখ নিয়োগদান করা হইয়াছে কিনা তাহা তিনি জানেন না। তিনি আরও স্বীকার করেন যে, মেসার্স মজিদ জুট বেলিং এ তাহাকে নিয়োগদান করা হইয়াছিল কিনা তাহাও তিনি জানেন না।

দ্বিতীয় পক্ষের একমাত্র স্বাক্ষী হিসাবে বিমল চন্দ্র সাহা (অফিসার) দ্বিতীয় পক্ষে জবানবন্দি করেন। তিনি তাহার জবানবন্দিতে দ্বিতীয় পক্ষের মোকদ্দমার বর্ণনা দেন এবং দ্বিতীয় পক্ষের দাখিলী কাগজপত্র, প্রদর্শনী-ক-গ(১) প্রমাণ করেন। জেরার সময় তিনি স্বীকার করেন যে, বরখাস্ত করার পূর্বে কোন তদন্ত কমিটি গঠন করা হয় নাই এবং প্রথম পক্ষ হাতে হাতে বরখাস্ত পত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি আরও স্বীকার করেন যে, ইং ১৪-১১-৯০ তারিখ প্রথম পক্ষকে দ্বিতীয় পক্ষ ব্যাংকেই বদলী করেন এবং প্রদর্শনী-২ সিরিজ তাহাদের ব্যাংকের আদেশ।

প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা অনুযায়ী প্রথম পক্ষকে ইং ২৩-১০-৮১ তারিখের নিয়োগপত্র, প্রদর্শনী-১ দ্বারা নিয়োগদান করা হয়। অপর দিকে দ্বিতীয় পক্ষের মোকদ্দমা অনুযায়ী প্রথম পক্ষকে ইং ২৭-১০-৮২ তারিখের নিয়োগপত্র, প্রদর্শনী-ক দ্বারা নিয়োগদান করা হয়। দ্বিতীয় পক্ষ প্রথম পক্ষ কর্তৃক দাখিলী নিয়োগপত্র, প্রদর্শনী-১ চ্যালেঞ্জ করেন নাই। তাছাড়া উক্ত নিয়োগ পত্রে দ্বিতীয় পক্ষ ব্যাংকের সীল আছে। অপরদিকে নিয়োগপত্র, প্রদর্শনী-ক এ ব্যাংকের কোন সীল নাই। তাই প্রথম পক্ষকে ইং ২৩-১০-৮১ তারিখ হইতেই নিয়োগদান করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য করা যায়। দ্বিতীয় পক্ষের মোকদ্দমা অনুযায়ী প্রথম পক্ষের চাকুরী ইং ৩০-৪-৮৭ তারিখের বরখাস্ত পত্র, প্রদর্শনী-খ দ্বারা অবসান করা হইয়াছে। উক্ত বরখাস্ত পত্রে পরিস্কারভাবে প্রথম পক্ষকে বরখাস্তের কথাই বলা হইয়াছে। কিন্তু ইং ২৩-১০-৮১ তারিখ হইতে একাধারে ইং ৩০-৪-৮৭ তারিখ পর্যন্ত প্রথম পক্ষ চাকুরী করিরা থাকিলে ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ৪ ধারার বিধান মতে প্রথম পক্ষকে স্থায়ী শ্রমিক হিসাবেই গণ্য করিতে হইবে এবং একজন স্থায়ী শ্রমিককে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করিতে হইলে তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ

আনয়ন করিয়া আইনানুযায়ী তদন্তপূর্বক বরখাস্ত করিতে হইবে। কিন্তু দ্বিতীয় পক্ষের স্বাক্ষী জেরার সময় পরিস্কারভাবে স্বীকার করিয়াছেন যে, প্রথম পক্ষকে বরখাস্ত করার পূর্বে কোন তদন্ত কমিটি গঠন করা হয় নাই। তাছাড়া প্রথম পক্ষকে ইং ৩০-৪-৮৭ তারিখ চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হইয়া থাকিলে দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক বিভিন্ন সময় বিভিন্ন আদেশ, প্রদর্শনী-২ সিরিজ দ্বারা তাহাকে বদলী করারও কোন যুক্তিসংগত কারণ থাকিতে পারে না। দ্বিতীয় পক্ষের স্বাক্ষী জেরার সময় পরিস্কারভাবে স্বীকার করিয়াছেন যে, প্রদর্শনী-২ সিরিজ তাহাদের ব্যাংকের আদেশ। স্বীকৃত মতে দ্বিতীয় পক্ষ প্রথম পক্ষকে অনেকবার কারণ দর্শাইবার নোটিশও ইস্যু করিয়াছেন। প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষের কর্মচারী না হইলে দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক তাহাকে কারণ দর্শাইতে বলারও যুক্তিসংগত কোন কারণ থাকিতে পারে না। যদিও নিয়োগপত্র, প্রদর্শনী-গ দ্বারা প্রমাণ করিতে চেস্টা করা হইয়াছে যে, প্রথম পক্ষকে মেসার্স মজিদ জুট বেলিং কর্তৃক ইং ১-৯-৮৭ তারিখ নিয়োগদান করা হইয়াছে। কিন্তু উপরের আলোচনার আলোকে উক্ত নিয়োগ-দানের কোন ভিত্তি পাওয়া যায় না। তাছাড়া দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক প্রথম পক্ষের চাকুরী ইং ৩০-৪-৮৭ তারিখ বরখাস্ত করা এবং মেসার্স মজিদ জুট বেলিং কর্তৃক ইং ১-৯-৮৭ তারিখ প্রথম পক্ষকে নূতন নিয়োগদানের কথা বলা হইলেও দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক দাখিলী ইং ৫-৯-৯৩ তারিখের জবাবে উক্ত বিষয় কোন কিছুই উল্লেখ করা হয় নাই। আর ইং ১৮-৪-৯৪ তারিখ দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক অতিরিক্ত যে জবাব দাখিল করা হইয়াছে উহাতে প্রথম পক্ষের চাকুরী ইং ৩০-৪-৮৭ তারিখ অবসান (টার্মিনেট) করার কথা বলা হইয়াছে। সেখানেও কথিত বরখাস্ত সম্বন্ধে কোন কিছু বলা হয় নাই। আর অতিরিক্ত জবাবে মেসার্স মজিদ জুট বেলিং কর্তৃক প্রথম পক্ষকে ইং ১-৯-৮৭ তারিখ হইতে অস্থায়ী গুদাম রক্ষক হিসাবে নিয়োগদান করার কথা বলা হইয়াছে।

অতএব উপরের আলোচনার আলোকে এবং দাখিলী কাগজপত্র, ও স্বাক্ষীদের জবানবন্দি হইতে প্রমাণিত হয় যে, প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষের অধীন ইং ২৩-১০-৮১ তারিখ হইতে গুদাম রক্ষক হিসাবে একাধারে কাজ করিয়া আসিতেছেন। তাই ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ৪ ধারার বিধান মতে প্রথম পক্ষ একজন স্থায়ী শ্রমিক এবং তিনি স্থায়ী শ্রমিকের সকল সুযোগ সুবিধা পাইতে পারেন।

বিজ্ঞ-সদস্যদের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে। শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ-সদস্য এই মর্মে লিখিত মতামত প্রদান করিয়াছেন যে, প্রথম পক্ষকে ব্যাংকের একজন স্থায়ী শ্রমিক হিসাবে গণ্য করা যাইতে পারে। মালিক পক্ষের বিজ্ঞ-সদস্য লিখিত কোন মতামত দাখিল করেন নাই।

সুতরাং আদেশ হইল যে—

মোকদ্দমাটি দোতরফা সূত্রে মঞ্জুর হইল। প্রথম পক্ষকে অদ্য হইতে ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে ইং ২৩-১০-৮১ তারিখ হইতে একজন স্থায়ী শ্রমিকের সকল সুযোগ সুবিধা প্রদান করার জন্য দ্বিতীয় পক্ষগণকে নির্দেশ প্রদান করা হইল। অবস্থা বিবেচনায় কোন খরচের আদেশ দেওয়া হইল না।

আবদুর রব মিয়া
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত,
ঢাকা।
তারিখঃ ৬-৪-৯৫

আই, আর, ও, মামলা নং ৩/৯৫

রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন,
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার,
ঢাকা বিভাগ, ঢাকা।

……………….প্রথম পক্ষ।

বনাম

সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক,
ঈগল বস্ত্র শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়ন,
(রেজিঃ নং ১২৪৩), পোস্তগোলা,
থানা ঃ ডেমরা, ঢাকা ১২০৪।

……………….দ্বিতীয় পক্ষগণ।

উপস্থিত ঃ আবদুর রব মিয়া (জেলা ও দায়রা জজ), চেয়ারম্যান।
জনাব আনোয়ারুল আফজাল, সদস্য (মালিক পক্ষ)।
জনাব মামুনুর রশিদ চৌধুরী, সদস্য (শ্রমিক পক্ষ)।

রায়ের তারিখঃ ২৪-৪-৯৫

রায়

ইহা ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ১০(২) ধারার একটি মোকদ্দমা।

সংক্ষেপে প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা এই যে, বাংলাদেশ সরকারের ঢাকা বিভাগের রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন (প্রথম পক্ষ) ট্রেড ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন প্রদান পরিচালনা ও তত্ত্বাবধানের বিষয়ে ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্যাবলী পরিচালনার অধিকারী। দ্বিতীয় পক্ষ প্রথম পক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত সংবিধান অনুযায়ী ঈগল বস্ত্র শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক প্রথম পক্ষের নিকট প্রতি বৎসর ৩০শে এপ্রিলের মধ্যে বাৎসরিক রিটার্ণ বিধান অনুযায়ী দাখিল করা হয়। কিন্তু দ্বিতীয় পক্ষ ১৯৯৩ ও ১৯৯৪ সালের বাৎসরিক রিটার্ণ দাখিল করেন নাই যাহা ইউনিয়নটির রেজিষ্ট্রীকৃত গঠনতন্ত্রের অনুচ্ছেদ ১৮ এর সুস্পষ্ট লংঘন। দ্বিতীয় পক্ষ পূর্বেও আইনের বিধান লংঘন করিয়া সময় মত বার্ষিক রিটার্ণ দাখিল করেন নাই। এমতাবস্থায় দ্বিতীয় পক্ষ ইউনিয়নটির রেজিস্ট্রেশন বাতিলের অনুমতির জন্য প্রথম পক্ষ এই মোকদ্দমা দায়ের করিয়াছেন।

প্রথম পক্ষের মোকদ্দমা অস্বীকার করিয়া লিখিত বর্ণনা দাখিলে দ্বিতীয় পক্ষ এই মোকদ্দমার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

সংক্ষেপে দ্বিতীয় পক্ষের মোকদ্দমা এই যে, মোকদ্দমাটি বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলিতে পারে না। কারণ প্রতি বৎসর বার্ষিক রিটার্ণ পরবর্তী বৎসরের ৩০শে এপ্রিলের মধ্যে দাখিল করার বিধান থাকিলেও প্রথম পক্ষ উক্ত বিধান লংঘন করিয়া ১৯৯৪ সালের বার্ষিক রিটার্ণ দাখিল না করার জন্য ইং ২২-১-৯৫ তারিখ এই মোকদ্দমাটি দায়ের করিয়াছেন। দ্বিতীয় পক্ষ

ইউনিয়নটির কোষাধ্যক্ষ ইন্তেকাল করায় ইউনিয়নের পক্ষ হইতে যথাসময়ে ১৯৯৩ সালের বার্ষিক রিটার্ণ দাখিল করা সম্ভব হয় নাই। কিন্তু পরবর্তীতে দ্বিতীয় পক্ষ ১৯৯৩ ও ১৯৯৪ সালের রিটার্ণ প্রথম পক্ষের নিকট দাখিল করিয়াছেন। ১৯৭৭ সাল হইতে ১৯৮৩ সাল পর্যন্ত রিটার্ণ দাখিল করা হইয়াছে বিধায় প্রথম পক্ষের আরজির ৪নং প্যারায় বর্ণিত বিবরণ সঠিক নয়। পরবর্তীতে ১৯৯২ সাল পর্যন্ত বার্ষিক রিটার্ণও যথাসময়ে দাখিল করা হইয়াছে। এমতাবস্থায় প্রথম পক্ষ কর্তৃক দাখিলকৃত মোকদ্দমাটি খরচসহ খারিজযোগ্য।

বিচার্য বিষয় :

(১) মোকদ্দমাটি বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলিতে পারে কি?

(২) প্রথম পক্ষ তাহার প্রার্থনা মতে কোন প্রতিকার পাইতে পারেন কি?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত :

বিচার্য বিষয় : ১ ও ২ :

আলোচনার সুবিধার্থে বিচার্য বিষয়টি দুইটি একত্রে লওয়া হইল। স্বীকৃত মতে প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষ ট্রেড ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন প্রদান করিয়াছেন এবং আদালতের অনুমতি সাপেক্ষে রেজিস্ট্রেশন বাতিলের ক্ষমতাও প্রথম পক্ষের আছে। আর শুনানীকালে প্রথম পক্ষ কর্তৃক আরজির ৪নং প্যারায় শেষ দিকে ১৯৭৭ সাল থেকে ১৯৯২ সাল পর্যন্ত বাৎসরিক রিটার্ণ দাখিল না করার যে অভিযোগ করিয়াছেন সেই বিষয়ে প্রথম পক্ষ চ্যালেঞ্জ করেন নাই। প্রথম পক্ষের একমাত্র স্বাক্ষী হিসাবে মোঃ মোজাম্মেল হোসেন, সহকারী শ্রম পরিচালক তাহার জবানবন্দিতে শুধু বলিয়াছেন যে, দ্বিতীয় পক্ষ ১৯৯৩ এবং ১৯৯৪ সালের বার্ষিক রিটার্ণ দাখিল না করার কারনে দ্বিতীয় পক্ষ ট্রেড ইউনিয়নটির রেজিস্ট্রেশন বাতিলের আবেদন করিয়াছেন। জেরার সময় তিনি স্বীকার করেন যে, ১৯৯৪ সালের বার্ষিক রিটার্ণ দাখিলের শেষ তারিখ ইং ৩০-৪-৯৫। কিন্তু উক্ত তারিখের বহু পূর্বে অর্থাৎ ইং ২২-১-৯৫ তারিখ ১৯৯৩ ও ১৯৯৪ সালের বার্ষিক রিটার্ণ দাখিল না করার কারণে এই মোকদ্দমা দায়ের করা হইয়াছে।

অপর দিকে দ্বিতীয় পক্ষের একমাত্র স্বাক্ষী মোঃ হেদায়েত উল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক, তাহার জবানবন্দিতে বলেন যে, তাহাদের ইউনিয়নের কোষাধ্যক্ষ মারা যাওয়ার কারণে তাহারা ১৯৯৩ সালের বার্ষিক রিটার্ণ দাখিল করিতে পারেন নাই। কিন্তু প্রথম পক্ষ উহার জন্য দ্বিতীয় পক্ষকে কোন কারণ দর্শাইতে বলেন নাই। তিনি আরও বক্তব্য রাখেন যে, ইং ১৯-২-৯৫ তারিখ তাহারা ১৯৯৩ ও ১৯৯৪ সালের বার্ষিক রিটার্ণ, প্রদর্শনী-ক সিরিজ দাখিল করিয়াছেন। তিনি আরও বিশেষভাবে বক্তব্য রাখেন যে, ভবিষ্যতে সময় মত বার্ষিক রিটার্ণ দাখিল করিতে তিনি অংগীকার করিতেছেন।

স্বীকৃতমতে ১৯৯৪ সালের বার্ষিক রিটার্ণ দাখিলের শেষ সময়-সীমার অনেক পূর্বেই এই মোকদ্দমাটি দায়ের করা হইয়াছে। আর স্বীকৃতমতে ১৯৯৩ সালে বার্ষিক রিটার্ণ দাখিল না করার জন্য দ্বিতীয় পক্ষকে প্রথম পক্ষ কর্তৃক কোন কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয় নাই। তাই দেখা যায় যে, মোকদ্দমাটি প্রিম্যাচিউর (Premature)। আর দ্বিতীয় পক্ষ নির্দিষ্টভাবে বলিয়াছেন যে, তাহাদের ইউনিয়নের কোষাধ্যক্ষ মারা যাওয়ার কারণেই তাহারা সময় মত বার্ষিক

রিটার্ণ দাখিল করিতে পারেন নাই। দ্বিতীয় পক্ষ ইউনিয়নের কোষাধ্যক্ষ মারা যাওয়ার বিষয় প্রথম পক্ষ চ্যালেঞ্জ করেন নাই। তাই কোষাধ্যক্ষের মৃত্যুর কারণে সময় মত বার্ষিক রিটার্ণ দাখিল না করার যুক্তিসংগত কারণ আছে। তাছাড়া ইতিমধ্যে ১৯৯৩ ও ১৯৯৪ সালের বার্ষিক রিটার্ণ দাখিল করা হইয়াছে। এমতাবস্থায়, মোকদ্দমাটি প্রিম্যাচিউর (Premature) বিধায় চলিতে পারে না এবং প্রথম পক্ষ তাহার প্রার্থনা মতে কোন প্রতিকার পাইতে পারেন না।

বিজ্ঞ-সদস্যদের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে। বিজ্ঞ-সদস্যদ্বয়ও একই মত ব্যক্ত করিয়াছেন।

সুতরাং আদেশ হইল যে—

মোকদ্দমাটি বিনা খরচায় দোতরফা সূত্রে ডিসমিস হইল।

আবদুর রব মিয়া
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত,
ঢাকা।
তারিখ: ২৪-৪-৯৫ ইং।

মোঃ মিজানুর রহমান, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত
মোঃ আব্দুর রশীদ সরকার, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরমস্ ও প্রকাশনী অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।